গো-তত্ত্ব।

মীনতত্ত্ব ও জমিদার শ্রেণীর অবনতি প্রণেতা

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রকুমার রায় চৌধুরী

প্রণীত।

৫৫ নং কলেজ ষ্ট্রীট হইতে

শ্রীমোহিনীমোহন মজুমদার দ্বারা

প্রকাশিত।
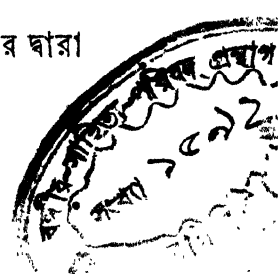
কলিকাতা।

পটলডাঙ্গা, ৩৪ নং বেনিয়াটোলা লেন,

নববিভাকর যন্ত্রে,

শ্রীগোপালচন্দ্র নিয়োগী দ্বারা

মুদ্রিত।

১২৯০।

ভূমিকা।

মীনতত্ত্ব লেখার পরে এক জন বন্ধুর অনুরোধে ও নানা প্রকার কারণে অতি স্বল্প সময়ের মধ্যে গোতত্ত্ব লিখিত ও প্রকাশিত হইল। গ্রাম্য পশুর মধ্যে গোজাতির তুল্য মানবের মঙ্গলদায়ক পশু দৃষ্টিগোচর হয় না, এই নিমিত্ত সনাতন হিন্দু ধর্ম্মশাস্ত্রে ধেনুগণকে ত্রিলোকমাতা বলিয়াছেন। শাস্ত্র বাক্যে তাদৃশ আস্থা প্রদর্শন না করিলেও গৃহস্থাশ্রমে বাস করিতে হইলে গোজাতির উপকারিতা সদা সর্ব্বদাই অনুভব করিতে হয়।

কিছুকাল পূর্ব্বে বঙ্গদেশে দুগ্ধ ও দুগ্ধজাত দ্রব্য সাধারণ বঙ্গবাসীর প্রধান আহারীয় বলিয়া পরিগণিত হইত। সে সময় গোবংশের অবস্থা উন্নত থাকায় দুগ্ধাদির আশা ও প্রয়োজনানুরূপ প্রাচুর্য্য পরিদৃষ্ট হইত, সুতরাং স্বল্প মূল্যে সকলেই বিশুদ্ধ দুগ্ধ ও তজ্জাত সুখাদ্য এবং বঙ্গবাসীর দেহ পুষ্টির প্রধান উপাদান ঘৃতাদি সকল স্থানেই ক্রয় করিতে পাইতেন। শ্রুত হওয়া

যায় যে, পূর্ব্বে বঙ্গের সকল স্থানেই এক টাকায় চারি পাঁচ সের বিশুদ্ধ গব্য ঘৃত ক্রয় করিতে পাওয়া যাইত, অর্দ্ধ আনায় এক সের উৎকৃষ্ট বিশুদ্ধ দুগ্ধ বিক্রীত হইত। এক্ষণে মূল্যের চতুর্গুণ দিয়াও উন্নতাবস্থ ব্যক্তিগণ বিশুদ্ধ গব্য দ্রব্য ক্রয় করিতে পান না, অপর সামান্য অবস্থা লোকের গব্য দ্রব্যাদি আহার এক প্রকার শেষ হইয়াছে বলিলেও বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না। কারণ এক্ষণে কলিকাতা ও তন্নিকটবর্ত্তী পল্লী সমূহে দুগ্ধাদি এত মহার্ঘ যে সামান্য ভদ্রলোকেরও নিত্য দুগ্ধাদি আহার করা প্রায়ই ঘটিয়া উঠে না। যদি কখন ভাগ্য-ক্রমে ঘটিল কিন্তু তৃপ্তি কোথায়? উপযুক্ত মূল্য প্রদান করিলেও বিশুদ্ধ দুগ্ধ মিলে না। গাভী-গণের নাশে যেরূপ গব্য দ্রব্যাদি মহার্ঘ হইয়াছে সেইরূপ বৃষের নাশে আমাদের কৃষ্যুৎপন্ন খাদ্য দ্রব্যাদিও নিতান্ত দুর্ম্মূল্য হইয়া পড়িয়াছে।

বঙ্গের যে দিকে দৃষ্টিপাত করা যায়, সে-খানেই গোজাতির শোচনীয় অবস্থা দর্শনে হৃদয় বিদীর্ণ হয়। পূর্ব্বে হৃষ্ট পুষ্ট গোগণ

প্রত্যেক বঙ্গীয় গৃহস্থের বাটীতেই পরিদৃষ্ট হইত, এবং সবল উন্নত দেহ বৃষের প্রাচুর্য্য থাকায় বঙ্গীয় কৃষকগণ স্বচ্ছন্দে এবং স্বল্পায়াসে ভূমি কর্ষণাদি কার্য্য সম্পন্ন করিয়া পরিশ্রমের অধিক ফললাভ করিতেন। অধুনা অধিকাংশ গৃহস্থের বাটিতে গোষ্পদও দেখিতে পাওয়া যায় না।

বিখ্যাত প্রাণিতত্ত্ববিদ্ কুইভার, ব্লেন প্রভৃতির প্রণীত গ্রন্থ, মান্যবর রাজা স্যার রাধাকান্ত দেব বাহাদুরের শব্দ কল্পদ্রুম অভিধান, নারায়ণ দাস কৃত দ্রব্য গুণাভিধান, স্মৃতি এবং নববিভাকর পত্রিকা হইতে এই গ্রন্থ প্রণয়নে অনেক সাহায্য গ্রহণ করা হইয়াছে।

গোজাতির বর্ত্তমান অবসন্ন দশার প্রতি পাঠকমণ্ডলীর মনোযোগ হইলে চরিতার্থ হইব। বঙ্গবাসীমাত্রেই গোজাতির উন্নতিসাধনে সচেষ্ট হইলে ক্রমে দুগ্ধ, ঘৃত প্রভৃতি উপাদেয় সুখ সেব্য বল, আয়ু, ওজঃ ও পুষ্টি বৃদ্ধিকর এই নিত্য পানীয়ের বাহুল্যরূপ সংগ্রহে অনেকে যত্নবান এবং সেই সঙ্গে আপনারাও বিশেষ উপকৃত হইবেন, তৎপক্ষে সন্দেহ নাই। পরি-

শেষে কৃতজ্ঞ হৃদয়ে প্রকাশ করিতেছি যে এই গ্রন্থ প্রণয়নে শ্রীযুক্ত বাবু উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয় বিস্তর সাহায্য করিয়াছেন।

টাকী
১২৯০ সাল,
২৯শে চৈত্র।

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রকুমার রায় চৌধুরী।

সূচীপত্র।

গো-তত্ত্ব।

সর্ব্বনিয়ন্তা, বিশ্বস্রষ্টা, জগদীশ্বর এই ভূমণ্ডলে যে সমস্ত স্থাবর জঙ্গম পদার্থ সৃজন করিয়াছেন, তাহা প্রধানতঃ দুই ভাগে বিভক্ত করা যায়; প্রাণি-জগৎ এবং জড়-জগৎ। প্রাণি-জগৎ আবার বহুসংখ্যক উপবিভাগে বিভক্ত। যথা, মনুষ্য, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, ইত্যাদি। প্রাণিজগতের মধ্যে মনুষ্যজাতি সর্ব্বপ্রধান এবং প্রখর ধী-শক্তি-সম্পন্ন হওয়ায় জগৎ-পিতার সমস্ত সৃষ্ট পদার্থের উপরেই অবস্থানুসারে অল্প বা অধিক পরিমাণে প্রভুত্ব করিয়া থাকে। জগতে ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্রতর কীট হইতে মহাবলপরাক্রমশালী সিংহ এবং বৃহৎকায় করিগণ পর্য্যন্ত কেহই মানবের প্রভুশক্তির অবমাননা করিতে সমর্থ হয় না। এমন কি, জড়-জগতকেও সময়ে সময়ে আজ্ঞাবহ বিনীত ভৃত্যের ন্যায় মানবের সুখ সমৃদ্ধি বৃদ্ধি করিতে দেখা

যায়। জড়-জগৎ অপেক্ষা প্রাণি-জগতের মধ্যে পশুজাতির সহিতই আমাদের বিশেষ ঘনিষ্ঠতর সম্বন্ধ, এই জন্য এপ্রস্তাবে আমরা জড়-জগতের বিষয় পরিত্যাগ করিয়া প্রাণি-জগতের অন্তর্গত কোন বিশেষ পশুর বৃত্তান্ত লিখিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

জগৎ-স্রষ্টা প্রাণি-জগতে যে সমস্ত জীব সৃজন করিয়াছেন, তন্মধ্যে কতকগুলি শুদ্ধ মানবের হিতের নিমিত্তই সৃষ্ট হইয়াছে বলিয়া সহজেই উপলব্ধি হয় এবং সেই পশুগুলিকেই আমরা গ্রাম্যপশু বলিয়া থাকি। কোন কোন প্রাণি-তত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতগণের মত এই যে মনুষ্য যেমন পৈতৃক ও স্বয়ংলব্ধ দুই প্রকার জ্ঞান দ্বারা আপনাদের সামাজিক ও সাংসারিক সুখ উপার্জ্জন করিয়া থাকেন, পশু জাতিও তদনুরূপ ঐ উভয়বিধ জ্ঞান দ্বারা আপনাদের কার্য্য সাধন করে। উক্ত অভিজ্ঞতা লাভে অসভ্য মানব অপেক্ষা সভ্য মানব যেমন অধিক সমর্থ, সেই রূপ অসামাজিক বন্য পশু অপেক্ষা সামাজিক গ্রাম্যপশু অধিক অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া

থাকে। যে সমস্ত অনুসন্ধিৎসু প্রাণি-তত্ত্ববিদ্ পণ্ডিত সাবধানতা সহকারে এতদ্বিষয় পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছেন, তাঁহারা গোজাতির জাতিভেদে এবং বাসস্থানভেদে আকৃতি ও প্রকৃতিগত বিস্তর প্রভেদ অবলোকন করিয়া থাকেন। প্রাণি-তত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতগণের মধ্যে এই সত্য বিষয়ে মতভেদ থাকায় আমরাও ইহার বিস্তৃত বিবরণে ক্ষান্ত থাকিলাম।

গ্রাম্য পশুগুলি যে মৃদুপ্রকৃতি এবং বিশেষ উপকারী তদ্বিষয়ে সংশয় নাই। এই সমস্ত পরম উপকারী গ্রাম্য পশুগুলির সাহায্য ব্যতিরেকে মানবের সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ কিম্বা জীবন ধারণ করা সুকঠিন। গো, অশ্ব, কুক্কুর, গর্দ্দভ, উষ্ট্র, মেষ, মহিষ, ছাগ, মার্জ্জার প্রভৃতি পশুগুলিকে গ্রাম্য পশু বলা যায়। এ সমস্ত পশু সততঃ লোকালয়ে বাস করিতে ভাল বাসে এবং মানবের দ্বারা লালিত পালিত হইয়া সাধ্যানুসারে মনুষ্যের হিতানুষ্ঠান করিয়া থাকে; অধিক কি, নিজ জীবন দিয়াও প্রভুর মঙ্গল বিধান করিতে কাতর হয়

না। উক্ত গ্রাম্য পশুগণ প্রায় জগতের সকল দেশেই আছে, কিন্তু দেশবিশেষে এই সমস্ত পশুর মধ্যে কোন কোনটীর আতিশয্য এবং আবশ্যকীয়তার তারতম্য দৃষ্ট হয়।

শীতপ্রধান দেশে অশ্ব, গর্দ্দভ ও মেষের যাদৃশ ব্যবহার এবং উহার সংখ্যা যেরূপ অধিক বলিয়া বিবেচিত হয়, গ্রীষ্মপ্রধান দেশে তদ্রূপ গো, ছাগ, মহিষ প্রভৃতির আতিশয্য দৃষ্ট হইয়া থাকে। আরববাসীর পক্ষে উষ্ট্র, ইংলণ্ডীয়ের পক্ষে অশ্ব, লাপলাণ্ডবাসীর পক্ষে বল্‌গাহরিণ যেরূপ নিতান্ত প্রয়োজনীয় এবং পরম আদরের জন্তু, ভারতবাসীর পক্ষে গোজাতি ততোধিক আবশ্যকীয় এবং পূজ্য। হিন্দুরা গোজাতিকে দেবতাসদৃশ ভক্তি প্রদর্শন ও পূজা করেন বলিয়া অনেকে হিন্দুজাতিকে পৌত্তলিক জ্ঞানে ঘৃণা করিতে পারেন, কিন্তু আমাদের মতে, জগতে হিন্দুদিগের যদি কোন জন্তু পূজ্য থাকে, তবে সে এই এক মাত্র গোজাতি।

ভারতবর্ষবাসীরা আশৈশব গোদুগ্ধ দ্বারা পালিত ও বর্দ্ধিত হইয়া থাকেন। এ জন্য চীর-

বসন পর্ণ-কুটীরবাসী গৃহস্থ হইতে অতুল ঐশ্বর্য্য-শালী ধনকুবের পর্য্যন্ত সর্ব্ব শ্রেণীর লোকেই গোজাতির প্রতি শ্রদ্ধা, ভক্তি এবং যত্ন প্রদর্শন করিয়া থাকেন। এমন গৃহস্থই দৃষ্ট হয় না, যাঁহার গো দুগ্ধের আবশ্যক নাই। যদিচ আধুনিক সভ্যতা বিস্তার সহকারে অনেকে গো পালন করিতে তাদৃশ আস্থা প্রদর্শন করেন না বটে, কিন্তু তাঁহাদিগের শিশুর জীবন রক্ষা জন্য প্রত্যহই বিপনি কি পল্লী হইতে গো দুগ্ধ ক্রয় করিয়া আনিতে হয়। জননীজঠর হইতে ভূমিষ্ঠ হইয়াই যে গো দুগ্ধের দ্বারা শিশু সন্তানের পুষ্টি সম্পাদিত হয়; সেই হিতৈষী মাতৃসম গো কুলের সেবা পরিচর্য্যায় সকলেরই আস্থা প্রদর্শন করা যে একান্ত বিধেয় এবং তাহাদের বিবরণ অবগত হওয়াও যে অতীব আবশ্যক, তৎপক্ষে অণুমাত্র সন্দেহ নাই।

শৈশব, বাল্য, কিশোর, যৌবন, প্রৌঢ়, এবং বার্দ্ধক্য সকল অবস্থাতে যে গাভীর দুগ্ধই আমাদের স্বাস্থ্য রক্ষার এক মাত্র নিদানভূত; বল, আয়ু ও পুষ্টিপ্রদ; এবং সুখসেব্য ও সুমিষ্ট

পাণীয় মধ্যে পরিগণিত; যে গাভী স্নেহময়ী জননীর ন্যায় আমাদিগকে নিজ দুগ্ধের দ্বারা প্রতিপালন ও পুষ্ট করিতেছেন, সেই মাতৃ সদৃশ গো জাতির বিবরণ, সেবা পরিচর্য্যা, শারীরিক উন্নতি, বংশ বৃদ্ধি, চিকিৎসা দুগ্ধ ও দুগ্ধজাত দ্রব্যের গুণাগুণ, পরিজ্ঞাত হওয়া এবং গো হত্যা নিবারণের যথাসাধ্য চেষ্টা করা ভারতবাসী মাত্রেরই অবশ্য কর্ত্তব্য। কিন্তু পরিতাপের বিষয় এই যে, এই সমস্ত গার্হস্থ প্রয়োজনীয় তথ্য অবগত হইতে আমাদের মন অতি অল্প সময়েই প্রধাবিত হইয়া থাকে।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

গো বিবরণ।

গো-গণের অনেক গুলি নাম আছে, তন্মধ্যে বৃষের ও গাভীর কতকগুলি নাম লেখা গেল।

বৃষের নাম ;—

গো, ভদ্র, বলীবর্দ্দ, দম্য, দাও, স্থির, বলী, উক্ষা, ককুদ্মান, ঋষভ, বৃষভ, ধুর্য্য, ধুরীন,

ধৌরেয়, শাক্কর, শিববাহন, রোহিণী রমণ, বোড়া, গোনাথ, সৌরভেয়, অনড্বান্ ইত্যাদি।

গাভীর নাম ;—

মাহেয়ী, সৌরভেয়ী, উস্রা, মাতা, শৃঙ্গিনী, অর্জ্জুনী, অঘ্ন্যা, রোহিণী, মাহেন্দ্রী, ইজ্যা, ধেনু, অঘ্না, দোগ্ধ্রী, ভদ্রা, ভূরিমহী, অনডুহী, কল্যাণী, পাবনী, সুরভী, মাহেয়ী ইত্যাদি।

এই পুস্তকে গো শব্দে বৃষ ও গাভী উভয়কেই বুঝাইবে।

গোজাতির বিবরণ অবগত হইতে গেলে, প্রথমতঃ তাহাদের শারীর-তত্ত্ব জ্ঞাত হইতে হয়, অতএব মান্য প্রাণিতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতগণ ইহাদের শারীরতত্ত্ব যেরূপ বর্ণন করিয়াছেন, সংক্ষেপে তাহার কিয়দংশ বর্ণন করিতে চেষ্টা পাওয়া গেল।

পরম কারুণিক পরমেশ্বর যে সমস্ত চতুষ্পদ পশু সৃজন করিয়াছেন, তন্মধ্যে গো জাতির তুল্য মানবের উপকারী পশু দৃষ্টি গোচর হয় না, গো জাতি চতুষ্পদ পশুর অন্তর্গত, ইহারা গ্রাম্য পশু মধ্যে পরিগণিত,

তবে বন্য গোর বিবরণ পাঠ করা যায়, এজন্য এরূপ বিবেচিত হয় যে ইহারা গ্রামে এবং অরণ্যে উভয় স্থলেই বাস করিয়া থাকে। প্রাণি তত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতগণ চতুষ্পদ পশুদিগের প্রয়োজনানুসারে ইহাদিগকে মানবের নিম্ন স্থান প্রদান পূর্ব্বক নিকৃষ্ট জীব হইতে শ্রেষ্ঠপ্রাণী মানব জাতির মধ্যস্থলে স্থাপিত করিয়া স্বভাবের ক্রমোন্নতি স্থিরীকৃত করিয়াছেন।

অন্যান্য চতুষ্পদ জন্তুগণ যেরূপ স্বীয় শিশু সন্তানগণেব গাত্র লেহনাদি দ্বারা স্নেহ প্রদর্শন করিয়া থাকে, ধেনুগণও তদ্রূপ বৎসদিগের গাত্র লেহনাদি করে। প্রাণি-বিদ্যাবিদ্ পণ্ডিতগণ সাধারণতঃ চতুষ্পদ পশুদিগকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন।

প্রথম, যে সমস্ত চতুষ্পদের পদাগ্রভাগে অঙ্গুলি বা নলা দৃষ্ট হয়।

দ্বিতীয়, যে গুলির পদাগ্রভাগ খুর বিশিষ্ট। নলা বিশিষ্ট পশুগণের বিবরণ না লিখিয়া খুরযুক্ত পশুর বৃত্তান্ত অনুসন্ধানে যতদূর অবগত হওয়া গিয়াছে, তাহাই সংক্ষেপে সাধারণের

গোচর করিতে চেষ্টা পাওয়া গেল। এই পশু শ্রেণীর পদাগ্রভাগে খুর থাকায় তাহাদের পদ-তলে কোন প্রকার কঠিন বস্তুর আঘাত লাগিতে এবং কণ্টকাদি বিদ্ধ হইতে পারে না, বিশেষতঃ খুর দ্বারা তাহারা শরীরের ভার বহনে সমর্থ হইয়া থাকে।

ইহারা (Herbivorous) অর্থাৎ ফল, মূলা-হারী। অপর যে সমস্ত পশু শুদ্ধ তৃণ আহার করিয়া জীবন ধারণ করে; এবং যে গুলিন শুদ্ধ শস্য ভক্ষণ করিয়া জীবিত থাকে, তাহাদি-গকে (grassivorous) অর্থাৎ তৃণাহারী; এবং যে গুলি শুদ্ধ শস্য ভক্ষণ করিয়া জীবিত থাকে, তাহাদিগকে (graminivorous) অর্থাৎ শস্যাহারী পশু বলা যায়।

অধিকাংশ উদ্ভিজ্জাহারী পশুর দন্ত পংক্তি এরূপ ভাবে গঠিত যে উক্তদন্তগুলির সাহায্যে তাহারা কঠিন শস্য বা মূল অনায়াসেই চর্ব্বণ করিয়া থাকে; ইহাতে কিছুমাত্র ক্লেশানুভব করে না। ইহাদের উপরিস্থ দন্তের অগ্রভাগ চেপ্টা এবং নিম্ন মাঢ়ীর দন্তপাটী এরূপ সুন্দর

গঠিত যে উপরের দন্তের সহিত সহজেই সংলগ্ন হইতে পারে। ইহাদের বিষম দন্তগুলি অত্যন্ত কঠিন, এজন্য জাঁতার ন্যায় দ্রব্যাদি ঘর্ষণ ও চূর্ণ বিচূর্ণ করিতে সক্ষম হইয়া থাকে।

কোর্‌স সাহেব ইহাদের দন্তের বিষয় এরূপ বর্ণনা করেন যে খুর বিশিষ্ট জন্তুর নিম্ন মাড়ীর দন্ত শ্রেণী পুনঃ পুনঃ চর্ব্বণে ক্ষয় প্রাপ্ত হয় এবং ক্রমান্বয়ে লয় প্রাপ্ত দন্ত সন্নিকটে অভিনব অপর এক পংক্তি নির্গত হইয়া থাকে; তিনি এই প্রকার আট বার পর্য্যন্ত ক্রমাগত নূতন দন্ত শ্রেণী পর পর নির্গত হইতে দেখিয়াছেন। চতুষ্পাদ খুর বিশিষ্ট পশুর জন্ম গ্রহণের অব্যবহিত পরেই দুধে দাঁত চারি খানি প্লেটের ন্যায় উদ্ভূত হইয়া থাকে, দুই বৎসর বয়ঃক্রম কালে ৮।৯ খানি দন্ত বহির্গত হয়, ছয় বৎসর বয়সে ১২।১৩ খানি দন্ত বাহির হইয়া ক্রমান্বয়ে ১৫ হইতে ২০ খানি পর্য্যন্ত দন্ত বহির্গত হইতে দেখা গিয়াছে।

কুইভার সাহেব খুর বিশিষ্ট জন্তুদিগকে দুই প্রধান শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন। প্রথম,

যাহাদের (Pachy-dermata) চর্ম্ম পুরু, যথা, অশ্ব, হস্তী ইত্যাদি।

দ্বিতীয় (Ruminantia) বা রোমন্থনকারী, অর্থাৎ যাহারা চর্ব্বিত খাদ্য দ্রব্য পুনর্ব্বার উদ্গীরণ পূর্ব্বক চর্ব্বণ করে; যাহাকে "জাগর কাটা" বলে। যথা, গো, মৃগ, উষ্ট্র, জিরেফা, ছাগ, মেষ প্রভৃতি।

মানবের অস্থি অপেক্ষা চতুষ্পদের কতকগুলি অস্থি অধিক দৃষ্ট হইয়া থাকে। চতুষ্পদের অস্থি মধ্যে নিম্ন লিখিত কয়েক খানি অস্থির বিবরণ লেখা গেল।

(ক) এটলাস (Atlas) বা গলদেশের অস্থি; ইহাকে প্রথম গ্রীবা কসেরুকা কহে।

(খ) (Occipital) বা মস্তকের পশ্চাৎ মূলের অস্থি।

(গ) (Parietal) বা মস্তকের উর্দ্ধে পার্শ্বের অস্থি।

(ঘ) (Frontal and Nasal bone) কপোল এবং নাসাগ্রভাগের অস্থি।

(চ) (Anterior maxillary bones) অধঃ মাড়ীর অস্থি।

পশুদিগের ঊর্দ্ধ গাত্রীর অস্থিখানি দীর্ঘ, কিন্তু নরদেহে এস্থানে ঐরূপ দীর্ঘ অস্থি দৃষ্ট হয় না।

পশু শৃঙ্গকে মস্তকাস্থির বৃদ্ধি কিম্বা পরিশিষ্ট বলা হয়। শৃঙ্গী পশুর মস্তক সম্মুখস্থ কপোল অস্থি (Frontal bone) হইতেই শৃঙ্গাস্থির উদ্ভব হইয়া থাকে। শরীরের গিলেটাইন (gelatine) নামক পদার্থ হইতেই স্বভাবতঃ শৃঙ্গের উৎপত্তি স্থিরীকৃত হইয়াছে।

চক্ষু।

অধিকাংশ বৃহৎ বৃহৎ চতুষ্পদ পশুর চক্ষু প্রায় একই প্রকার আকার বিশিষ্ট বলিয়া বিবেচিত হয়। চক্ষু কপোল প্রদেশস্থ অস্থি দ্বারা বেষ্টিত এবং উহা মনুষ্যের চক্ষুর ন্যায় সম্মুখে না হইয়া, পার্শ্বদেশে স্থাপিত হওয়ায় পশুগণ বহু আয়তন পর্য্যন্ত দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতে সক্ষম হয়। চক্ষুর আবরণের মধ্যে উপরের পরদা দ্বারা অধিকাংশ সময় চক্ষু ঢাকা থাকে এবং উহার ক্রিয়াও শীঘ্র শীঘ্র হইতে পারে। নিদ্রিতাবস্থায় চক্ষের ঊর্দ্ধ এবং অধোভাগের আবরণ

মুদিত থাকাতে কোনরূপ ক্ষুদ্র কীট, পতঙ্গাদি কি ধূলি কণা চক্ষে প্রবেশ করিতে পারে না, বিশেষতঃ ইহাদ্বারা সূর্য্যালোক নিবারিত হইয়া থাকে। এই উভয় আবরণ উপযুক্ত মাংসপেশী দ্বারা বিচলিত হয়। মাইবোমিয়েম গ্লেণ্ড সকল অক্ষিপুটদিগের অভ্যন্তর প্রদেশস্থ টারসের কারটিলেজদিগের এবং কনজাংটাইভার মধ্যে অবস্থিত। পশু-চক্ষু গোলাকার। কনীনিকা জন্তুভেদে পৃথক দৃষ্ট হয়। মৃগ, অশ্ব, এবং গো জাতির চক্ষের মণি ডিম্বাকৃতি। তৃণাহারী পশুর চক্ষের বর্ণে ঈষৎ সবুজ বর্ণের আভা দৃষ্ট হয়।

কর্ণ।

চতুষ্পাদের শ্রবণেন্দ্রিয়ে (external) বর্হিযন্ত্র এবং (internal) অন্তর্যন্ত্র দৃষ্ট হয়। প্রাণিতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতগণ এই উভয়বিধ যন্ত্র এবং তীব্র শ্রবণশক্তির কারণ এরূপ নির্দ্দেশ করেন যে ইহাদের শ্রবণশক্তির তীব্রতা না থাকিলে বহু বিপদ হইতে ইহারা কখনই পলায়ন করিয়া পরিত্রাণ পাইতে অথবা আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ

হইত না। পশুগণের বহিঃকর্ণছিদ্র প্রায় নর-কর্ণছিদ্র সদৃশ। অন্তঃকর্ণ বহির্ভাগস্থ কর্ণের সহিত উপাস্থিযুক্ত অংশ এবং উপযুক্ত বন্ধনী দ্বারা সংযুক্ত। অন্তঃকর্ণ একটী পৃথক পরদা দ্বারা যুক্ত। এতদ্ব্যতীত বেরেল (Barrel or drum)এবং লেবিরিন্থ (Labyrinth)দৃষ্টহয়।

মুখ।

পশুগণ সাধারণতঃ জিহ্বা, গণ্ডদেশ, তালু এবং (fauces) ফসেস্ দ্বারাই আহার্য্য দ্রব্যের আস্বাদন গ্রহণ করিয়া থাকে। অধিকাংশ পশুর জিহ্বা দ্বারা স্বাদগ্রহণের ক্ষমতা নাই বলিয়া বোধ হয়। মুখচর্ম্মে অনেকগুলি রক্ত-বহা নাড়ী এবং স্নায়ু সঞ্চারিত থাকায় মুখগহ্বর-রস্থ লালা নিঃসারক গ্রন্থিগুলি সর্ব্বদাই লালা বিশিষ্ট থাকে। স্বাভাবিক সংস্কার বশতঃ পশু-দিগের রসাস্বাদনশক্তি এত প্রখর হয়, যে ইহাদের আহার্য্য দ্রব্য গ্রহণে প্রায় ভ্রম হয় না, অধিকন্তু তৃণাহারী পশুরা আপনাদিগের আহা-রীয় পদার্থ সহজেই নির্ণয় করিতে সক্ষম হইয়া থাক।

নাসিকা।

তৃণাহারী পশুরা ঘ্রাণ দ্বারাই আহার্য্য দ্রব্য বিচারপূর্ব্বক উদরপূর্ত্তি করিয়া থাকে। শুদ্ধ তীব্রঘ্রাণশক্তি দ্বারা তাহারা এরূপ উত্তমাধম-বিচারক্ষম হয়। নাসিকার বহির্ভাগে দুইটী ছিদ্র দৃষ্ট হয়, অন্তর্ভাগে উক্তগহ্বরদ্বয় গলকোষ পর্য্যন্ত বিস্তৃত, কিন্তু সম্পূর্ণরূপে উপাস্থি প্রভৃতি দ্বারা বিভক্ত। এই প্রকারে উক্ত গহ্বর-দ্বয় মস্তকের অস্থিদেশ পর্য্যন্ত বহুবিধ গহ্বর ও ছিদ্র সহ অবস্থিত। এই সমস্ত ছিদ্র একরূপ পৈশিক ও স্নায়বিক পর্দ্দা দ্বারা আচ্ছাদিত।

ত্বক্, স্পর্শেন্দ্রিয়।

কোন কোন শারীরতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতের মতে পশুদিগের লোম, দন্ত, খুর, শৃঙ্গ, প্রভৃতি অসাড়, অর্থাৎ এই সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গের স্পর্শানুভবশক্তি নাই। কিন্তু আধুনিক প্রাণিতত্ত্ববিদ্পণ্ডিতগণের মতে লোম, দন্ত, খুর, শৃঙ্গ প্রভৃতির যদিচ সাক্ষাৎ সম্বন্ধে স্পর্শানুভবশক্তি না থাকুক, কিন্তু উক্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গের সহিত পশুশরীরের এরূপ যোগ আছে, যে এক স্থানে স্পর্শ করিলে সমস্ত স্নায়ু-

মণ্ডলের দ্বারা পশুশরীরে স্পর্শানুভব হইযা থাকে। মনুষ্যেরা যেরূপ হস্ত দ্বারা স্পর্শানুভব করিয়া থাকে, বৃষগণ তদ্রূপ জিহ্বা এবং ওষ্ঠাধর দ্বারা স্পর্শানুভব করে। গোজাতি গাত্রলেহনাদি দ্বারা স্বীয় বৎসের প্রতি স্নেহ প্রকাশ করিয়া থাকে। অনেক সময় নিজ বৎস ব্যতীত ভালবাসিয়া অন্যান্য জীবেরও গাত্র লেহন করে। এল্‌সবরীর সন্নিকটে বেলিচিন্‌ডিন্‌ নামক (Farm) ক্ষেত্রের এক জন গোরক্ষক যখন পরিশ্রমে কাতর হইয়া ঘোরতর নিদ্রায় অভিভূত ভাবে অচেতন অবস্থায় থাকিত, সেই সময় একটী গরু এরূপ নিঃশব্দে আসিয়া প্রতিপালকের গাত্র লেহন করিত যে তাহাতে গোরক্ষকের নিদ্রা ভঙ্গ হইত না। আমাদের দেশেও গোগণ কর্ত্তৃক অনেক সময় এরূপ গাত্র লেহন করিবার বিবরণ শ্রুত হওয়া যায় এবং প্রায় প্রত্যহই প্রত্যক্ষ করা যায়। গোগণ গাত্রলেহনাদি দ্বারা আমাদিগকেও স্নেহ প্রদর্শন করিয়া থাকে। প্রায় বঙ্গবাসীগৃহস্থ মাত্রেরই গোরু আছে এবং তাঁহারা এই বিষয় বিশেষরূপে অবগত আছেন।

গলকোষ।

চতুষ্পদ পশুর গলকোষ (Pharynx) একটী বৃহৎ গহ্বর বিশিষ্ট যন্ত্র, উহা মুখ এবং নাসিকার মধ্যস্থলে অবস্থিত। মুখ হইতে একটী সূক্ষ্ম চর্ম্মাবরণী দ্বারা পৃথক, কিন্তু নাসিকার সহিত সংযুক্ত আছে। পূর্ব্বোক্ত আবরণীর নাম (Velum palati) ভিলামপেলেটী; উহার শক্তি এই যে, উহা দ্বারা মুখ এবং বক্ষোগহ্বর পৃথক থাকে, কারণ যখন চর্ব্বিত পদার্থ ইহার সন্নিকটে আইসে, তৎকালে এক খানি পাতলা সূত্র উপাস্থিময় পত্রের দ্বারা নিম্নে প্রেরিত হয়। কণ্ঠনালী গলকোষের পূর্ব্ব ও মধ্যবর্ত্তী গহ্বরকে বলা যায়। ইহা একটী উপাস্থি এবং ঝিল্লীময় নলের ন্যায় পশ্চাৎ দিকে চেপটা। কণ্ঠনালীর অবয়বে পাঁচ খানি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপাস্থি দৃষ্ট হয়। এক খানি ক্রাইকোয়েড কার্টিলেজ নামক অস্থি; ইহার আকৃতি অঙ্গুরির ন্যায় দুই খানি এরিটিনয়েড কার্টিলেজ, এই দুই খানি একত্র থাকা কালে একটী কলসের ন্যায় দেখা যায়, উহা ক্রাইকোয়েডের ঊর্দ্ধে এবং কণ্ঠ-

নালীর পশ্চাতে অবস্থিত। এক খানি থাই-রয়িড কার্টিলেজ। ইহার আকৃতি ঢালের ন্যায়; ইহার দুই খানি পার্শ্বস্থিত এলা অর্থাৎ পক্ষবৎ অংশ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। আবার সময়ে সময়ে অজীর্ণ প্রভৃতি রোগ দ্বারা অবগত হওয়া যায় যে উদরস্থিত কোন না কোন যন্ত্রের ক্রিয়ার ব্যাঘাত ঘটিয়াছে। এতদ্ব্যতীত অধিক পরিমাণে জঠরাগ্নি উদ্দীপিত হইলে ক্ষুদ্বৃদ্ধি নিবন্ধন জীবশরীর ক্লান্ত হইয়া পড়ে।

প্লীহা স্পঞ্জের ন্যায়, উদরের শেষ ভাগে অবস্থিত। জান্তব উদরে ইহার সম্যক্ ব্যবহার অদ্যাপি স্থিরীকৃত হয় নাই। অনেকে এরূপ অনুমান করেন যে ইহা উদরস্থ রক্তাধারের ন্যায় বর্ত্তমান থাকে মাত্র।

রক্ত।

হৃদ্‌যন্ত্রের দ্বারাই মানব দেহের ন্যায় চতুষ্পদ শরীরে রক্ত সঞ্চালিত হইয়া থাকে। বক্ষ-গহ্বরের সম্মুখে দুই খানি পঞ্জরাস্থি আছে এবং পশ্চাৎ ভাগে মধ্যাস্থি ও তৎ পশ্চাতে অন্যান্য পঞ্জরাস্থি দৃষ্ট হয়। ঊর্দ্ধে, ভেরটিবরা এবং

নিম্নে ষ্টারণাম দৃষ্ট হইয়া থাকে। গ্রামে সততঃ অবস্থান করায় পশুদিগের ধাতু পরিবর্ত্তন হইতে দেখা যায়। গ্রাম্য পশুগণ সর্ব্বদা মনুষ্যালয়ে বাস করায় মানবের ন্যায় রোগাক্রান্ত হইয়া থাকে। অরণ্যে অবস্থান কালে পশুগণ সম্পূর্ণ রূপে স্বভাবের উপর নির্ভর করে বলিয়া প্রায়ই কোন প্রকার রোগাক্রান্ত হয় না; এবং কোন সময় আক্রান্ত হইলে স্বাভাবিক নিয়মে সত্বর আরোগ্য লাভ করিয়া থাকে। কিন্তু গ্রাম্য পশুগণ মনুষ্যের ন্যায় অস্বাভাবিক অবস্থার বশীভূত হওয়ায় সর্ব্বদাই আহার বিহারের দোষে পীড়িত হইয়া নানাবিধ যন্ত্রণা ভোগ করে, এবং অসময়ে কালগ্রাসে পতিত হয়। যে দুর্গম বন মধ্যে দূষিত বাষ্প পরিপূর্ণ থাকায় মানবে প্রবেশ মাত্রেই পীড়িত বা অসুস্থ হয়েন, সেই স্থলে বন্য পশুগণকে সুস্থ ও সবল শরীরে বিচরণ করিতে অবলোকন করিয়া কে না বিস্ময়াপন্ন হইয়া থাকেন?

পশুদিগের মাংসপেশী রক্তে পরিপূর্ণ; সর্ব্বদাই ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ জন্য ইহাদের মাংস-

পেশী সবল ও পরিপুষ্ট হয় এবং স্নায়ুর ক্রিয়া বৃদ্ধি পায়। তিন প্রকারে ইহাদের শরীর সঞ্চালন হওয়ায় সর্ব্বক্ষণই মাংসপেশীর ক্রিয়া হইয়া থাকে। ইচ্ছাবশতঃ, অনিচ্ছাবশতঃ, এবং কিয়ৎ পরিমাণে ইচ্ছাক্রমে ও কতক অনিচ্ছায় ইহাদের শরীর সঞ্চালনের আবশ্যক হয়।

পাদাদির সঞ্চালন গতি প্রভৃতি তাহাদের ইচ্ছানুসারে সম্পন্ন হয়। (Dilution of the heart) হৃদ্‌পিণ্ড প্রসারণ, উদরে আহার্য্য দ্রব্যের পরিপাক প্রভৃতি তাহাদের অনিচ্ছাবশতই ঘটিয়া থাকে। ইচ্ছা এবং অনিচ্ছা বশতঃ একত্র গতি উল্লিখিত উভয় প্রকার কার্য্যের যোগে প্রকাশ পাইয়া থাকে। বিশেষতঃ (Respiratory muscles) রেস্‌পিরেটরি মাসেলের শ্বাস প্রশ্বাস সম্বন্ধীয় মাংসপেশীর ক্রিয়া ইহারা স্বেচ্ছাক্রমে হ্রাস বৃদ্ধি করিয়া থাকে, কিন্তু এক কালে বন্ধ করিতে সক্ষম হয় না।

পশুদিগের বিবিধ প্রকার গতি দেখা যায়। যথা, শয়ন, উপবেশন, দণ্ডায়মান, ইতস্ততঃ

বিচরণ, স্বল্প গতি, মধ্যগতি, দ্রুতগতি, লম্ফ-প্রদান, বৃক্ষারোহণ এবং সন্তরণ।

শয়ন এবং উপবেশন পশু ভেদে পৃথক দৃষ্ট হয়; যথা, অশ্বগণ গোজাতির ন্যায় শয়ন করিতে পারে না।

হাঁটুর উপর ভর দিয়া বসিতে, দ্রুত গমনে এবং বৃক্ষারোহণে গো জাতি সক্ষম নহে, যদিচ দুই একটী বৃষকে দ্রুত পদে গমন করিতে দেখা যায়, কিন্তু উহা অধিক ক্ষণের জন্য সক্ষম হয় না।

গো জাতি নয় মাস, গর্ভ ধারণ করিয়া সন্তান প্রসব করে। গোবৎস শৈশব কাল হইতেই মাতার নিকট অবস্থান করিয়া দ্রুত পদে ইতস্ততঃ বিচরণ করে। ধেনুগণ বৎস-দিগকে সর্ব্বদাই গাত্র লেহনাদি দ্বারা সমধিক স্নেহ প্রদর্শন করিয়া থাকে, এবং স্বীয় স্তন্য দুগ্ধ দ্বারা বৎসগণকে পালন করে।

দেশের জল বায়ু এবং সন্তাপানুসারে গ্রাম্য গোর উৎকর্ষ অপকর্ষাদি অবস্থাভেদ হইয়া থাকে। যে প্রদেশে যেরূপ ঋতু প্রবল,

সেই প্রদেশের গোবংশ তদ্রূপ জল বায়ু সহ্য করিয়া বাস করিতে সক্ষম হইয়া থাকে। গোজাতির গাত্রলোমগুলি শীতপ্রধান দেশে ঘনীভূত হয়, এবং গ্রীষ্মপ্রধান দেশে বিরল দেখা যায় ; এমন কি, উষ্ণ দেশস্থ গোর গাত্রলোম শীতাগমে ঘনীভূত হইয়া থাকে এবং নিদাঘ কালে ক্রমশঃ অপেক্ষাকৃত বিরল হইয়া পড়ে। তৃণাহারী গোজাতি বহুবিধ তৃণপত্রলতাদি ভক্ষণ করায় উহাদের শরীর সুস্থ ও সবল হয়, এবং তৃণপত্রাদি ভক্ষণ করায় উহাদের স্বভাব মৃদু এবং হিংসাপ্রবৃত্তি বর্জ্জিত হইয়া থাকে। অনেক বৃষে এই সত্যের বৈপরীত্য দৃষ্ট হইয়া থাকে, বৃষদিগের হিংসাপ্রবৃত্তি প্রবল দেখিয়া তাহার অন্য কোন নৈসর্গিক হেতু থাকা সম্ভব বিবেচিত হয়।

সভ্য দেশে মধ্যে মধ্যে বৃষ-যুদ্ধ হইয়া থাকে, সুস্থ বলীবর্দ্দগণকে প্রচুর পরিমাণে আহার দ্বারা সবল করিয়া রণ-ক্ষেত্রে বৃষদ্বয়কে উত্তেজিত করা হয়, পরে উভয় বৃষ পরস্পরে ঘোরতর দ্বন্দ্বযুদ্ধ করিয়া যেটী জয় লাভ করে,

সেই বলীবর্দ্দের অধিকারীকে পুরস্কৃত করা হয়। ইহাতে অনেক সময় বৃষহত্যা ঘটে। এজন্য অধুনা অনেক স্থানে এই নিষ্ঠুর আমোদের প্রথা নিবারিত হইয়াছে।

শৃঙ্গের দ্বারা গোজাতি আত্মরক্ষায় সমর্থ হয়, এবং অনেক সময় ইহার সাহায্যে শত্রু-হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইয়া থাকে। স্বাভাবিক নিয়মানুসারে গোজাতির ২২ বৎসর পরমায়ু। কথায় বলে, "বাইস বলদা, তেরো ছাগলা। গুণে গেঁথে বরা পাগলা।" তবে রোগাক্রান্ত হইয়া অনেক গো পরিমিত আয়ু পর্য্যন্ত জীবিত থাকে না, অকালে কালকবলিত হয়।

তৃতীয় অধ্যায়।

গোসেবা।

মানবের প্রতিপালন দ্বারা গোজাতির আদি অর্থাৎ বন্য আকৃতি প্রকৃতির অনেক ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে। পালনের গুণে গোজাতি বৃহৎ আকার বিশিষ্ট হয় এবং পালনের দোষে

অর্থাৎ উপযুক্ত আহারাদির অভাবে ক্ষুদ্রাবয়ব, নিস্তেজ ও রুগ্ন হইয়া পড়ে। মানবের বুদ্ধি এবং শিল্প চাতুর্য্যে গোজাতির শারীরিক বিস্তর উন্নতি সাধিত হইতে পারে। প্রচুর আহার, সু-চিকিৎসা, সেবা শুশ্রূষা দ্বারা গোর শারীরিক উন্নতি এবং বল, পুষ্টি ও আকৃতি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইয়া থাকে।

সাময়িক শ্রম এবং বিশ্রাম গোজাতির পক্ষে একান্ত আবশ্যক।

শাস্ত্রে কথিত আছে "পিতুরন্তঃপুরে দদ্যাৎ; মাতুর্দদ্যান্মহানসে। গোষু চাত্ম সমং দদ্যাৎ, স্বয়মেব কৃষিং ব্রজেৎ।" ইতি পরাশর।

পিতা বা পিতৃতুল্য ব্যক্তিকে অন্তঃপুরে প্রেরণ করিবে, মাতা বা মাতৃসম্পর্কীয় স্ত্রী-লোককে রন্ধনশালায় পাককার্য্যে নিয়োগ করিবে, গো সকলকে আপনার ন্যায় আহার প্রদান করিবে এবং কৃষিকার্য্যে স্বয়ং গমন করিলে বিশেষ মঙ্গল হইয়া থাকে।

যে ব্যক্তি স্বয়ং আহারের পূর্ব্বে সর্ব্বদা

পরের গরুকে অন্নযুক্ত ঘাসমুষ্টি প্রদান করেন, তিনি স্বর্গ লোকে গমন করেন। (ক)

যে ব্যক্তি গোদিগকে তাহাদিগের নিত্য খাদ্য তৃণাদি প্রদান করেন, তাঁহার এক শত কপিলা ধেনু দানের তুল্য ফল হয়, তদ্বিষয়ে অনুমাত্র সংশয় নাই। (খ)। যে গাভী প্রত্যহ অশীতি পল (দশ সের) দুগ্ধ প্রদান করে, তাহাকে কপিলা ধেনু বলা যায়। (গ)। " হে সুরভী বংশোদ্ভবা, সর্ব্ব হিতকারিণী, পবিত্রা, পূণ্য-রাশি, ত্রিলোক মাতা, গাভীগণ; আমার প্রদত্ত এই গ্রাস গ্রহণ করুন।" (ঘ)। এই মন্ত্র পাঠ করিয়া গো গ্রাস প্রদান করা বিধেয়।

(ক) ঘাস মুষ্টিং পর গবে সান্নং দদ্যাত্তু যঃ সদা।
অকৃত্বা স্বয়মাহারং স্বর্গ লোকং স গচ্ছতি॥
ইতি মহাভারতম্।

(খ) তৃণোদকেন সংযুক্তং যঃ প্রদদ্যাৎ গবাহ্নিকং।
কপিলা শত দানস্য ফলং বিন্দেন্ন সংশয়ঃ॥

(গ) অশীতি পল দুগ্ধন্তু দহ্যতে গৌর্দিনে দিনে।
পীতবৎসা চ যা লোকে, কপিলা সা প্রকীর্ত্তিতা॥

(ঘ) সৌরভেয্যঃ সর্ব্বহিতাঃ পবিত্রাঃ পুণ্যরাশয়ঃ।
প্রতিগৃহ্ণন্তু মে গ্রাসং গাবস্ত্রৈলোক্যমাতরঃ॥

পরম হিতকরী, মঙ্গলদায়ক, অর্থকরী, স্বাস্থ্যরক্ষার নিদানভূত উপমাতা দুগ্ধবতী দেবী ভগবতী গাভীগুলিকে বিশেষ আদর সহকারে আত্মসদৃশ প্রতিপালন করা গৃহস্থ মাত্রেরই অবশ্য কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ হিন্দুমাত্রেকেই গো সেবা বিষয়ে সততঃ মনোযোগী এবং সাবধান হওয়া অতীব প্রার্থনীয়। কথায় বলে "গরুর দুধ্ মুখে," অর্থাৎ তাহাকে যেমন আহার প্রদান করিবে, রসও তদ্রূপ প্রাপ্ত হইতে পারিবে।

গাভী সকলকে পৃথক পৃথক ঘরে রাখিবার ব্যবস্থা করিতে পারিলে ভাল হয়, তাহাতে অশক্ত হইলে একটী প্রশস্ত গৃহে পৃথক গামলায় এক একটী গাভীর আহার স্থাপন করা প্রয়োজন। গোময়, গোমূত্র নির্গমনের সদুপায় না করিলে গোশালা অপরিষ্কৃত হইবার সম্ভাবনা, গোশালা অপরিষ্কৃত থাকিলে গোগণ রোগাক্রান্ত হইতে পারে।

গোশালা বিধানে মহর্ষি পরাশর বলিয়াছেন যে গোশালা সুদৃঢ়, শুচি ও গোময় বর্জ্জিত থাকা আবশ্যক, নচেৎ গোনাশ হয় ।৶, গোশালায়

তণ্ডুলোদক, মৎস্যোদক, তপ্তমণ্ড, কার্পাস, অস্থি, তুষ, সম্মার্জ্জনী, মূষল, উচ্ছিষ্ট ইত্যাদি বস্তু নিক্ষেপ করিলে কিম্বা অজাবন্ধন করিলে গোনাশ হয়। যে গৃহস্থের বাটীতে (ক) শ্লেষ্মা, মূত্র, পুরীষ, পঙ্ক, ধূলা গোশালায় পতিত হইতে না পারে, তাহার গৃহে

(ক) গোশালা সুদৃঢ়া যস্য শুচির্গোময়-বর্জ্জিতা।
তস্য বাহা বিবর্দ্ধন্তে পোষণৈরপি বর্জ্জিতাঃ ॥
শকৃন্মূত্র বিলিপ্তাঙ্গা বাহা যত্র দিনে দিনে।
নিঃসরন্তি গবাং স্থানাৎ তত্র কিং পোষণাদিভিঃ ॥
তণ্ডুলানাং জলঞ্চৈব তপ্তমণ্ডং রুষোদকং।
কার্পাসাস্থি তুষঞ্চৈব গোস্থানে গো বিনাশকৃৎ ॥
সম্মার্জ্জনীঞ্চ মূষলমুচ্ছিষ্টং গোনিকেতনে।
কৃত্বা গোনাশমাপ্নোতি তথা তথাজবন্ধনে ॥
শ্লেষ্মা মূত্র পুরীষাণি পঙ্কানি চ রজাংসিচ।
ন পতন্তি গবাং যত্র তত্র লক্ষ্মী স্থিরা ভবেৎ ॥
সন্ধ্যাকালে চ গোস্থানে দীপো যত্র ন দীয়তে।
স্থানং তৎ কমলাহীনং বীক্ষ্য ক্রন্দন্তি গোগণাঃ ॥
ইতি পরাশরঃ।

গোপালকা গবাং গোষ্ঠে ধূমং যস্তু ন কারয়েৎ।
মক্ষিকালীন নরকে মক্ষিকাভিঃ স ভক্ষ্যতে ॥
ইতি দেবী পুরাণঃ ॥

লক্ষ্মী স্থিরা থাকেন। সন্ধ্যাকালে গৃহে দীপ দান না করিলে সে স্থানকে কমলা ত্যাগ করায় গোগণ ক্রন্দন করিয়া থাকে। গোপালকেরা যদি দংশ মশকাদি নিবারণ নিমিত্ত গোচারণ স্থান এবং গোশালায় ধূমোৎপাদনের জন্য অগ্নি প্রজ্জ্বলিত না করে, তাহা হইলে তাহারা মক্ষিকাপূর্ণ নরকে মক্ষিকাগণ দ্বারা ভক্ষিত হয়।

গরু চরিতে চরিতে যদি দৈবাৎ জল-প্রবাহে, কিম্বা পল্বলে পতিত হইয়া জলমগ্ন হয়, সর্পাঘাৎ ও বজ্রাঘাতে মৃত্যু হইলে এবং কাহারও কর্ত্তৃক যদি গর্ত্তে নিক্ষিপ্ত হইয়া মরিয়া যায়, কিম্বা হিংস্র জন্তু দ্বারা ভক্ষিত হয়, কি অন্য কোন্ প্রকার অপালন জনিত দোষে মৃত্যু ঘটে, তাহা হইলে গোস্বামী সুদুষ্কর প্রাজাপত্য নামক উত্তম ব্রত পালন করিবেন। প্রায়শ্চিত্ত ব্যবস্থা যথা। (ক)

(ক) অপালনাৎ প্রণশ্যেৎ তু গৌশ্চবর্ত্তি কথঞ্চন।
জলৌঘপল্বলমগ্না নাগবিদ্যুদ্ধতাপিবা॥
শ্বভ্রে বা পতিতা কস্মাৎ শ্বাপদৈর্নাপি ভক্ষিতা।
প্রাজাপত্যঞ্চরেৎ কৃচ্ছ্রং গোস্বামী ব্রতমুত্তমম্॥

গোস্বামী মস্তক মুণ্ডন করিয়া ত্রিসন্ধ্যা অবগাহন পূর্ব্বক স্নান করিবে এবং লাঙ্গুল, কর্ণ, শৃঙ্গ, কিম্বা খুর যুক্ত মৃত গোর আদ্র চর্ম্ম পরিধান পূর্ব্বক অন্য গাভীগণের অনুসরণ করিবে।* রাত্রি কালে তাহাদের সহিত অবস্থান করিতে হইবে এবং দিবাভাগে তাহাদের সহিত গমন করিবে। বৈশ্য এবং ক্ষত্রীয় বিশেষতঃ ব্রাহ্মণদিগের এইরূপ ব্রতাবলম্বন অতীব কর্ত্তব্য এবং প্রয়শ্চিত্ত শেষ হইলে ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবে, আর বৃষযুক্ত গাভী ব্রাহ্মণকে দক্ষিণা স্বরূপ প্রদান করিবে। (খ) শীত, বায়ু এবং উদ্বন্ধন দ্বারা কিম্বা শূন্যগৃহে পরিত্যক্ত থাকায়

স শিখং বপনং কার্য্যং ত্রিসন্ধ্যামবগাহনম্।
শৃঙ্গৈর্বাপি ক্ষুরৈর্যুক্তং লাঙ্গুল শ্রবণাদিভিঃ॥
আর্দ্রমেব হি তৎচর্ম্ম পরিধায় স গাং ব্রজেৎ।
ব্রাহ্মণস্য বিশেষেণ তথা রাজন্য বৈশ্যয়োঃ॥
প্রায়শ্চিত্তে ততশ্চিনে কুর্য্যাৎ ব্রাহ্মণভোজনম্।
অনুড়ুত্ সহিতান গাঞ্চ দদ্যাৎ বিপ্রায় দক্ষিণাং॥

ইতি পরাশরঃ।

(খ) শীতানিল হতাচৈব উদ্বন্ধনমৃতাপিবা।
শূন্যাগারাদ্ উপেক্ষাং প্রাজাপত্যং বিনির্দ্দেষাৎ॥

গোগণের মৃত্যু ঘটিলে প্রাজাপত্য ব্রত বিধেয়। কাল, দেশ ও পাত্র ভেদে কি স্থাবর কি জঙ্গম সকল প্রকার পদার্থেরই উন্নতি ও অবনতি দেখিতে পাওয়া যায়। উদ্ভিদের মধ্যে যেরূপ এই নিয়মটী সর্ব্বদাই পরিদৃষ্ট হয়, প্রাণি-জগতেও বিশেষ রূপ অনুধাবনপূর্ব্বক পরিদর্শন করিলে উক্ত স্বাভাবিক নিয়মের সেইরূপ যাথার্থ্য অবগত হইতে পারা যায়। যেরূপ কোন নির্দ্দিষ্ট ভূমি খণ্ডে ক্রমাগত একই প্রকার শস্য রোপণ করিলে শস্যগুলির অবস্থা ক্রমশঃই হীন হইয়া পড়ে, তদ্রূপ কোন নির্দ্দিষ্ট দেশের প্রাণিগণ ক্রমাগত এক দেশে একই প্রকার জল বায়ু ও সন্তাপে বাস নিবন্ধন ক্রমে ক্রমে হীন ও নিস্তেজ হইয়া পড়ে। আমাদের দেশের গো জাতিই ইহার বিশেষ প্রমাণ। অতি প্রাচীন কাল হইতে ভারতবর্ষে গোজাতির অস্তিত্বের বিষয় অবগত হওয়া যায়, আর তৎকালে ভারতে গোবংশ এত অধিক ছিল যে একটী গোর মূল্য এক কাহন বরাটক (কড়ি) আধুনিক ।৴০ আনা পয়সা স্মৃতি প্রভৃতি প্রাচীন আর্য্য ধর্ম্ম শাস্ত্রে

নির্দ্ধারিত আছে। কিন্তু বর্ত্তমান কালে পঞ্চ মুদ্রা দিয়াও একটী গোবৎস ক্রয় করা অনেক সময় সুকঠিন। স্বভাবের নিয়মানুসারে অদ্য ভারতে গোজাতি হীনবীর্য্য, ও নিতান্ত হীনাবস্থায় পরিণত হইয়াছে। আমাদের দেশে গোজাতিই কৃষিকার্য্য সম্পাদনের একমাত্র উপায়, গোজাতির অবনতিতে আমাদের কৃষিকার্য্যেরও যে বিশেষ অবনত অবস্থা এবং ভারতবাসীদিগের যে সমূহ ক্ষতি হইয়াছে, তাহা চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রেই পরিজ্ঞাত আছেন। এমতাবস্থায় গোজাতির শারীরিক উন্নতি সাধন পক্ষে সাধারণ দেশহিতৈষী মাত্রেই যত্নবান্ না হইলে উহাদের সে উন্নতি সাধিত হইবে না, এবং কৃষিকার্য্যেরও সমধিক উন্নতি হইবে না। ভিন্ন ভিন্ন দেশ হইতে বীর্য্যবান বৃষ আনয়ন করিয়া দেশের ক্ষুদ্রাবয়ব গোবংশের উন্নতি সাধন করা একান্ত আবশ্যক। গোজাতির বংশ বৃদ্ধি করিতে সমধিক চেষ্টা না পাইলে, আমাদের দেশে গোখাদকের সংখ্যা দিন দিন যে পরিমাণে বৃদ্ধি পাইতেছে, তাহাতে অচিরকাল মধ্যেই গোবংশ ধ্বংস হইবার

সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। দেশহিতৈষী শিক্ষিত ব্যক্তি মাত্রকেই এই মহান্ অনর্থকর বিষয়ের প্রতি-বিধানে সযত্ন হওয়া একান্ত বিধেয়। গোবংশের শারীরিক উন্নতি সাধন করিতে পারিলে দেশের ধনাগমের একটী প্রধান উপায় হইবে।

সভ্যদেশীয় গোপালকেরা গোজাতির উন্নতি সাধন করিয়া সাতিশয় সম্বৃদ্ধিশালী হইয়াছেন। সভ্য ইউরোপ ও আমেরিকার গোজাতির সুখ সম্বৃদ্ধির বিবরণ পাঠ করিলে বিস্ময়াপন্ন হইতে হয়। নব-বিভাকর সংবাদ পত্রে এরূপ পাঠ করা গিয়াছে যে এক জন মার্কিন-দেশীয় গোপ বিলাত হইতে একলক্ষ মুদ্রা মূল্যে একটী বলীবর্দ্দ ক্রয় করিয়াছিলেন।

স্কটলণ্ডবাসী ডিউক অব আরগাইল এক জন প্রসিদ্ধ গোপালক। শ্রুত হওয়া যায় ডিউকের একটী ভদ্র (ষণ্ড) পঞ্চাশ সহস্র মুদ্রায় বিক্রীত হইয়াছিল। বিলাতে গরুর অবস্থা পূর্ব্ব হইতেই যে এরূপ উন্নত ছিল তাহা নহে। গোজাতির উন্নতি এবং সেবা পরিচর্য্যার গুণে তথায় একটী গাভীতে একমণ পর্য্যন্ত দুগ্ধ প্রদান

করিয়া থাকে। এই বিবরণ পাঠ করিলে অনেক হিন্দু অবিশ্বাস করিতে পারেন। কিন্তু বিলাতি সংবাদ পত্রাদি পাঠ করিলে এরূপ ভ্রম নিশ্চয়ই দূর হইবার সম্ভাবনা। ইহা কি কম পরিতাপের বিষয় যে, যে ভারতবাসী হিন্দুগণের এককালে কামধেনু, কপিলা প্রভৃতি প্রভূত দুগ্ধবতী গাভী ছিল, আজ কি না সেই মান্য আর্য্য-বংশধরগণকে বিদেশীয় গাভীর দুগ্ধপ্রদানক্ষমতা বিষয়ে সংশয়চ্ছেদ এবং প্রতীতি জন্মাইবার জন্য ভিন্ন দেশস্থ সংবাদ-পত্রাদি পাঠে অনুরোধ করিতে হইতেছে? হিন্দু মাত্রেরই গাভীকে দেবী ভগবতীর ন্যায় শ্রদ্ধা ও ভক্তি প্রদর্শন করা উচিত।

আধুনিক সভ্যতা বিস্তার সহকারে গো-ভক্তি প্রদর্শন পক্ষে অনেকে অনাস্থা প্রদর্শন করেন, কেহ বা ভগবতীকে মানসে পূজা করিয়াই পরিতৃপ্ত হইয়া থাকেন। অনেক হিন্দু আবার বাক্য দ্বারাই ভগবতীর পূজা সমাপন করেন। মানসে বা বাক্য দ্বারা ভগবতীর পূজা না করিয়া গৃহলক্ষ্মী, ত্রিলোকমাতা, গাভীকে

পরমারাধ্যা দেবী ভগবতীর ন্যায় সেবা পরিচর্য্যা-রূপ পূজা করিলে অবশ্যই ভগবতী প্রীত হইতে পারেন। তখন সেবকও ভগবতী হইতে অধিক পরিমাণে দুগ্ধ প্রাপ্ত হইয়া গো সেবার পরিণাম প্রত্যক্ষ ও উপভোগ করিয়া পরম সুখ ভোগ করিতে পারেন। এই সহজ ও সুলভ কার্য্যে ভারতবর্ষীয়দিগের মন কেন যে ধাবিত হয় না, তাহার নিগূঢ় তথ্য অবগত হওয়া সহজ ব্যাপার নহে।

পূর্ব্বকালে হিন্দুগণ গোসকলকে দেবতা সদৃশ সেবা করিতেন। মহর্ষি বশিষ্টের গাভী নন্দিনীকে মহারাজা দীলিপ পূজা করিয়াছিলেন। মহাভারত পাঠে অবগত হওয়া যায়, " মহর্ষি বশিষ্টের এক কামধেনু ছিল। প্রার্থনা করিলেই ঐ ধেনু তৎক্ষণাৎ অভিলষিত সম্পাদন করিতেন। ঐ ধেনু গ্রাম্য ও আরণ্য বিবিধ ওষধি, দুগ্ধ, ষড়বিধ রসসম্পন্ন অমৃত তুল্য অনুপম রসায়ন, চর্ব্ব্য, চোষ্য, লেহ্য, পেয় চতুর্ব্বিধ মিষ্টান্ন, বহুমূল্য রত্ন ও বিচিত্র বসন প্রভৃতি অপূর্ব্ব দ্রব্য সকল প্রদান করিতেন।"

"মহর্ষির ধেনু পঞ্চ হস্ত আয়ত ও ছয় হস্ত উচ্চ, তাঁহার নেত্রযুগল মণ্ডূকের ন্যায় উচ্ছুন, পার্শ্ব ও উরু মনোহর, পুচ্ছ অতি সুন্দর, পয়োধর স্থূল এবং গ্রীবা ও মস্তক পুষ্ট ও আয়ত।" (মহাভারত। কালীপ্রসন্ন সিংহ মহোদয়ের অনুবাদ। আদি পর্ব্ব, চৈত্র-রথ পর্ব্বাধ্যায়। পঞ্চ সপ্তত্যাধিক শশতম অধ্যায়।)

মৎস্য দেশাধিপতি মহারাজা বিরাটের ষষ্টি সহস্র গোধন ছিল। মহারাজা মধ্যে মধ্যে গোস্থান পরিদর্শন করিতেন। এতদ্ব্যতীত গো-রক্ষণাবেক্ষণ ও পালন জন্য বিস্তর গোপাল ভৃত্য ছিল, তাহাদিগের উপরে আবার গোপাধ্যক্ষ ছিল। গোধনগুলি মহারাজা বিরাট সযত্নে পালন ও রক্ষা করিয়া পরম সুখ সমৃদ্ধিতে কালযাপন করিতেন। কনিষ্ঠ পাণ্ডব সহদেব প্রচ্ছন্ন বাস কালে বিরাট রাজ ভবনে তন্ত্রিপাল অরিষ্টনেমি নামে স্বীয় পরিচয় প্রদান করিয়া মহারাজের গোসংখ্যান কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। কনিষ্ঠ পাণ্ডব গোসমূহের প্রতিষেধ, দোহন ও সংখ্যান বিষয়ে সম্যক্পারদর্শী ছিলেন।

গো-লক্ষণ, গো-চরিত এবং গো-সমূহের শুভ ও অশুভ সমুদায় লক্ষণই সবদেবের জানা ছিল। যে সমস্ত শুভ লক্ষণ সম্পন্ন বৃষভের মূত্র আঘ্রাণ করিয়া বন্ধ্যানারী পুত্রবতী হইতে পারেন তাহাও সহদেব অবগত ছিলেন। নরোত্তম সহদেব গো চিকিৎসায় পারদর্শী ছিলেন এরূপ পরিচয় বিরাট রাজার সমক্ষে প্রদান করেন।

পাণ্ডবজ্যেষ্ঠ ধর্ম্মাত্মা মহারাজা যুধিষ্ঠিরের অষ্ট শত সহস্র গোধন ছিল। দুর্য্যোধনের সহিত অক্ষ ক্রিড়ায় মহারাজা যুধিষ্ঠির পরাজিত হইয়া বন গমন করিলে, কুরুরাজ যুধিষ্ঠিরের সমস্ত সম্পত্তির অধিকারী হইলেন। সসাগরা বসুন্ধরার আধিপত্য এবং উক্ত অষ্ট শত সহস্র গোধন লাভ করিয়াও কুরুরাজ দুর্য্যোধনের বিষয় বাসনা পরিতৃপ্ত হয় নাই। তিনি স্বীয় অমাত্য শকুনী ও ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ, কর্ণ, অশ্বত্থমা প্রভৃতি মহারথিগণ সমভিব্যাহারে মৎস্য দেশাধিপতি বিরাটের ষষ্টি সহস্র গোধন অপহরণ মানসে মৎস্য দেশে উপনীত হইয়া বলপূর্ব্বক ঐ সমস্ত গো গ্রহণ করিয়াছিলেন। ভাগ্য

বলে অতুল পরাক্রমশালী, মহারথ সব্যসাচী প্রচ্ছন্ন বেশে বিরাট আশ্রয়ে বাস করিতে-ছিলেন, তিনি রাজপুত্র উত্তরকে রথী করিয়া নিজে (বৃহন্নলা) সারথি হইয়া ঐ সমস্ত গোধন প্রত্যাহরণ করেন। মহাধনুর্দ্ধর অর্জ্জুন একাকী কুরুপক্ষীয় সমস্ত মহারথীগণকে যুদ্ধে পরা-জয় করিয়া বিরাট রাজের গোধনগুলি রক্ষা করিয়া জগতে অমানুষিক কীর্ত্তি স্থাপন করিয়া-ছেন।

সুরশ্রেষ্ঠ, লোকনাথ, অনাদি, কমলাপতি ভগবান সনাতন বিষ্ণু শ্রীকৃষ্ণাবতারে গোকুলে গোপরাজ শ্রীনন্দের বাসে স্বয়ং গোপ বালক-দিগের সহিত গোপাল বেশে ধেনুগণকে গোষ্ঠে চরাইতেন। এইরূপ গোচারণ দ্বারা জগতিস্থ জনগণকে শ্রীকৃষ্ণ যেরূপ গো-সেবার মাহাত্ম্য প্রদর্শন করিয়াছেন শ্রীমদ্ভাগবতাদি গ্রন্থে তাহা পাঠ করিলে বিস্ময়াপন্ন হইতে হয়। শ্রীকৃষ্ণ শ্রীনন্দের আলয়ে কিশোরকাল পর্য্যন্ত এই আনন্দে অতিবাহিত করেন এবং এ সময় পর্য্যন্ত শ্যামলী, ধবলী, পীউলি এবং কাপালী

নামক চারিটী গাভীর দুগ্ধ পান বা দুগ্ধজাত দ্রব্যাদি ভক্ষণ করিতেন।

গোষ্ঠবিহার উপলক্ষে শত সহস্র গোপ-বালক একত্র হইয়া সমস্ত দিবা পরমানন্দে অতি-বাহিত করিতেন। কলিকাতার অন্তঃপাতি ক্ষিদিরপুর এবং ভবানিপুরে অদ্যাপি গোষ্ঠ-বিহার হইয়া থাকে। দুর্ভাগ্যবশতঃ গোষ্ঠবিহা-রের মূল তাৎপর্য্যে লক্ষ্য না করিয়া উভয় স্থানেই বৃথা আমোদ প্রমোদে সময় অতিবাহিত হয়। আমাদের মতে এরূপ বৃথা আনন্দোৎসব না করিয়া উৎসবকর্ত্তাগণ যদি এই উপলক্ষে গো-প্রদর্শনী মেলা স্থাপন করিয়া স্থানান্তর হইতে বীর্য্যবান বৃষ ও গাভী আনয়নপূর্ব্বক গোষ্ঠবিহার উৎসব সম্পন্ন করেন, তাহা হইলে দেশের একটী প্রকৃত অভাব কিয়ৎপরিমাণে পূরণ হই-বার সম্ভাবনা।

আমরা এমনি নিশ্চেষ্ট যে এই প্রকার দেশ-হিতকর কার্য্যে আমাদের যত্নের সম্পূর্ণ অসদ্ভাব রহিয়াছে বলিয়াই দেশে ধনবৃদ্ধি হইতেছে না। শিক্ষিত, বিজ্ঞ এবং ধনিসম্প্রদায়ের মন

আকৃষ্ট হইলে অবশ্যই সাধারণের আয়াসে ও চেষ্টায় এরূপ শত শত গোপ্রদর্শনী মেলার অনুষ্ঠান হইতে পারে।

হিন্দুদিগের আর পূর্ব্বের ন্যায় গোরুর আদর দৃষ্ট হয় না, যে গোভক্তি প্রদর্শন জন্য প্রাচীন হিন্দুগণ বিস্তর শ্রম, পর্য্যটন এবং অর্থব্যয় করিতে কাতর হইতেন না; যে গোপালন জন্য পরমারাধ্য শ্রদ্ধেয় দেবর্ষি, রাজর্ষি ও মহর্ষিগণ স্বীয় জীবনের অধিকাংশকাল হরণ করিতেন, যে গোধনকে বহুমূল্য রত্ন বিনিময়ে সাদরে গ্রহণ জন্য পূর্ব্বকালীন হিন্দুগণ সতত ব্যাকুল ছিলেন; কাল-ধর্ম্ম-সহকারে আজ কাল সেই পরম উপকারী, ত্রিলোক মাতা, গোজাতির কি শোচনীয় দশা উপস্থিত হইয়াছে! এক্ষণে হিন্দুগণও অনায়াসে তাহাদের সেবা পরিচর্য্যার ভার স্বল্প বেতনভোগী ভৃত্যবর্গের প্রতি নির্ভর করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছেন।

গোজাতির উৎকর্ষ সাধন ব্যতীত দেশের একটী প্রধান অভাব বিদূরিত হইবে না। হীনাবস্থ বলীবর্দ্দ দ্বারা হল চালন, শকট চালন,

বাহন, তৈল-যন্ত্র সঞ্চালন, ইক্ষু নিষ্পীড়ন, পলাল-ধান্য-চ্যুতী-করণ, প্রভৃতি কার্য্য সুসম্পন্ন করা সুকঠিন। বঙ্গে অশ্ব, রাষভ বা মহিষের তাদৃশ ব্যবহার নাই, সুতরাং সাংসারিক প্রায় সকল কার্য্যই গোরু দ্বারা নির্ব্বাহ করা হয়।

গোগণ প্রচুর পরিমাণে খাদ্যাভাবে ক্রমশঃই নিস্তেজ, অকর্ম্মণ্য এবং ব্যাধিগ্রস্ত হইতেছে। জন সংখ্যা বৃদ্ধি এবং অন্তর্ব্বানিজ্যের সুগম উপায় হওয়ায় কৃষিজাত দ্রব্যাদি পূর্ব্বাপেক্ষা মহার্ঘ হইয়াছে, এজন্য কৃষকগণ গ্রামস্থ গো-চারণ ভূমিগুলিতেও শস্যোৎপাদন করিতেছে, সেই জন্য এক্ষণে আর পূর্ব্বের ন্যায় গ্রামে গ্রামে গোচারণ ভূমি দৃষ্ট হয় না। এ দিকে জমিদার মহাশয়েরাও আয়বৃদ্ধির সুবিধা দেখিয়া গোচারণ ভূমিগুলি প্রজার সহিত বন্দোবস্ত করিতেছেন। প্রচুর তৃণাভাবে গোগণ ও ক্রমশঃই জীর্ণ শীর্ণ কলেবর ও ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া অকালে কালকবলিত হইতেছে। এখনও যদি গবর্ণমেণ্ট হইতে গো-চারণ ভূমিগুলি রক্ষা করিবার পক্ষে কোনরূপ রাজবিধি ব্যব-

স্থাপিত না হয়, তাহা হইলে অনতিবিলম্বেই আহার অভাবে গোজাতির ধ্বংস হওয়া অসম্ভব নহে। আবার জমিদারগণ যদি অনুগ্রহ করিয়া গো-চারণ ভূমির প্রতি হস্তক্ষেপ না করেন, তাহা হইলেও হতভাগা গোজাতির পরিত্রাণ সম্ভাবনা নাই। কারণ গো-মাংসভোজী শকুনি জাতির ন্যায় জমিদার মহাশয়দিগের মফস্বলস্থ হিন্দু কুলতিলক কর্ম্মচারিগণ স্বীয় প্রভুর চক্ষে ধূলি নিক্ষেপ করিয়া উক্ত গো-চারণ ভূমির কর স্বয়ং আত্মসাৎ করিয়া থাকে। প্রজারাও ভয়ে ধর্ম্মরাজদিগের এই যাবনিক ব্যবহার জমিদারের কর্ণগোচর করিতে সাহস করে না। আর জমিদার মহাশয়ও আহার বিহার নিদ্রাদি নানা প্রকার গুরুতর কার্য্যে সর্ব্বদাই ব্যাপৃত থাকায় এ সমস্ত সামান্য বিষয়ের তত্ত্বাবধান করিবার সাবকাশ পান না, এমতাবস্থায় গোজাতির জীবন রক্ষা ও স্বচ্ছন্দবিচরণবাসনা সুদূর পরাহত। স্বল্প বেতনভোগী জমিদার কর্ম্মচারিগণই কলিদেবের মূর্ত্তিমান প্রিয় সহচর। ইহারা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে গোমাংস ভক্ষণ না করিলেও

গো-খাদকদিগের তুল্য পাপী, কারণ ইহাদের স্বার্থপরতা বাসনা তৃপ্তি জন্য নিত্য সহস্র সহস্র গোগণকে অনশন ব্রত অবলম্বন করিতে হইয়াছে।

পূর্ব্বে প্রেত শ্রাদ্ধোপলক্ষে বৃষোৎসর্গে এরূপ রীতি ছিল যে হিন্দুরা ধর্ম্মানুরোধে উৎসর্গীকৃত বৃষগুলিকে সযতনে লালন পালন করিতেন। সুতরাং গোবংশ বৃদ্ধির সহজ উপায় ছিল। ক্রমে দেশে পাশ্চাত্য সভ্যতা বিস্তার আরব্ধ হইলে উৎসর্গীকৃত বৃষগুলিকে স্বেচ্ছামত বিচরণ করিতে দেওয়া হইত, সে সময়েও বৃষাভাব নিবন্ধন গোবংশ বৃদ্ধির তাদৃশ অসদ্ভাব হয় নাই। স্বেচ্ছাবিহারী বৃষগুলি প্রবল পরাক্রান্ত ও বীর্য্যবান হইত। তাহাদের দ্বারা স্বচ্ছন্দ বিহারিণী বৎসতরী হইতে যে গো জন্মিত, তাহাও সমধিক বলিষ্ঠ হইত। অধুনা বৎসতরীগুলিকে গৃহস্থে গ্রহণ করে বলিয়া সেরূপ প্রাপ্ত হওয়া যায় না। অবশেষে ইংরাজি সন ১৮৬৮ সালের মিউনিসিপাল ৬ আইন প্রচার হইলে প্রায় সমৃদ্ধিসম্পন্ন গ্রাম ও নগরগুলিতেই পাণ্ড অর্থাৎ

অস্বামিক পশু আবদ্ধ স্থান স্থাপিত হওয়ায় প্রথমতঃ গ্রামস্থ ষণ্ডগুলিকেই ধৃত করিয়া সুলভ মূল্যে বিক্রীত করা হইল। হৃষ্ট পুষ্ট কলেবর বৃষগুলি নিষ্ঠুর ক্রেতাদিগের হস্তে নিপতিত হইয়া পিশাচ গো-খাদকদিগের উদর পূর্ত্তি করিতে লাগিল এবং অবশিষ্টগুলি মিউ-নিসিপালিটীর ময়লার শকটবাহনে নিযুক্ত হইল। এ দিকে গাভীগণ যথাকালে ঋতুবতী হইলে গৃহস্থদিগকে বৃষানুসন্ধান নিমিত্ত ক্লেশ, ব্যয়, বৃথা সময় নষ্ট এবং যন্ত্রণা সহ্য করিতে হইল। এ দেশে পালিত বৃষ নাই, সুতরাং ক্ষীণ দেহ, নির্বীর্য্য, রুগ্ন, ষণ্ডের সহিত গাভীর সংযোগ হওয়ায় গো-বৎসগণও ক্ষীণ, রোগগ্রস্ত এবং হীনবীর্য্য হইতে লাগিল। এক্ষণে জ্বরা জীর্ণ গো সকলে গ্রাম বা নগর পরিপূর্ণ হই-য়াছে। স্বভাবের নিয়ম অখণ্ডনীয়, বলবান ও বীর্য্যবান ষণ্ডের বীর্য্যে বলবান বৎস জন্মগ্রহণ করে, আবার রুগ্ন বৃষের বৎস হীনবীর্য্য হইয়া থাকে, সুতরাং বর্ত্তমান গোবংশ যে ক্ষীণ কলে-বর হইবে তাহা বিচিত্র নহে। গোবংশের

উন্নতি সাধন কল্পে সাধারণ অর্থ হইতে গ্রামে গ্রামে এক একটী বৃষ পালন স্থান নির্ব্বাচিত না হইলে এই মহাননর্থকর অভাব বিদূরিত হইবে না। কালে এরূপ গোবংশের উন্নতি চেষ্টা হইতে একটী আয়বান্ কারবার স্থাপিত হইবার সম্ভাবনা। বলবান, বীর্য্যবান বৃষের সংসর্গ জনিত সামান্য কিঞ্চিৎ অর্থ ব্যয় করিতে বোধ হয় গৃহস্থ মাত্রেই কাতর হইবেন না। এবম্বিধ বা অন্যবিধ কোনরূপ উপায় উদ্ভাবন ব্যতীত গোবংশ ক্রমশঃই নিতান্ত অকর্ম্মণ্য হইবার সম্ভাবনা। গবর্ণমেণ্ট সাহায্য ভিন্ন এই অত্যাবশ্যকীয় কার্য্যে কেহই একা হস্তক্ষেপ করিতে সাহস করিবেন না। প্রজার হিতানুষ্ঠান জন্য ভিন্ন দেশ হইতে ষণ্ড 'আনয়ন করিয়া এ দেশে বিক্রয়ের ব্যবস্থা জন্য প্রথমে গবর্ণমেণ্টের হস্তক্ষেপ করা আবশ্যক। প্রধান রাজকর্ম্মচারিগণ এই বিষয়টীর জন্য কটাক্ষে যত্ন করিলেই বঙ্গের অনেক ধনকুবের তখন এই সাধু ও মঙ্গলদায়ক কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিবেন, ইহা স্থির নিশ্চয়। গোজাতি ক্রমশঃ

অধিকতর হীনদশাগ্রস্ত হইলে কৃষি কার্য্যের সমূহ ক্ষতি হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা।

৪র্থ অধ্যায়।

গো চিকিৎসা।

জগৎস্রষ্টা জগদীশ্বর কি অপূর্ব্ব নিয়মানুসারে জগতস্থ প্রাণীগণকে সৃজন, পালন ও সংহার করিতেছেন। তাহা অনুধাবন করিলে বিস্ময়াপন্ন হইতে হয়। সৃষ্টির শ্রেষ্ঠতর জীব দেব সদৃশ মানব হইতে নিকৃষ্টতর ইতর প্রাণী কীট, পতঙ্গাদি পর্য্যন্ত সমস্তই এই নৈসর্গিক নিয়মের বশবর্ত্তী। জীব মাত্রকেই বাল্য ও বার্দ্ধক্য অবস্থা এবং জরা ও জীর্ণ যথা নিয়মে ভোগ করিতে হয় এবং নির্দ্দিষ্ট কাল পরিপূর্ণ হইলেই সর্ব্বনিয়ন্তার সাধারণ নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়া জীব দেহ পরিত্যাগ করিতে হয়। বিস্ময়ের বিষয় এই যে অনেক প্রাণীকে আবার নির্দ্ধারিত কালের পূর্ব্বেই ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া অকস্মাৎ জীব-লীলা সম্বরণ করিতে হয়, এই

সমস্ত কারণেই প্রবাদ আছে যে, বিধির লিপি অখণ্ডনীয়। সুখ, দুঃখ, রোগ, শোক, জরা, জীর্ণ এবং দেহনাশ সমস্তই ঈশ্বরাধীন কার্য্য, এ সমস্ত বিষয়ের কোন একটী খণ্ডন করে এরূপ সাধ্য কাহার? দেবতোপম মানবের অপূর্ব্ব বুদ্ধি কৌশলে আয়ুর্ব্বেদোক্ত ঔষধির অনির্ব্বচনীয়, অদ্ভুত শক্তিতে রোগ, জরা, জীর্ণাদির অনেক প্রশমন হইয়া থাকে।

মানবের বিদ্যা, বুদ্ধি, অভিজ্ঞতা, দিন দিন যতই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে, জীবদেহের সুখ-ভোগের ততই নুতন নূতন উপায় উদ্ভাবিত হইতেছে, সভ্যতা বিস্তারের সহিত বিজ্ঞান চর্চ্চার আদর ও প্রয়োজন উপলব্ধি হইয়া থাকে। বিজ্ঞান বলে মানব অসাধ্য সাধনেও কৃতকার্য্য হইতেছেন এবং কালে ইহার যে কতদূর উন্নতি হইবে, কে স্থির করিতে পারে? সভ্য দেশীয় সংবাদ পত্রাদি পাঠকরিলে প্রায়ই অভিনব, অত্যাশ্চর্য্য, বিস্ময়াত্মক, অদ্ভুত, বুদ্ধির অগম্য কার্য্য কলাপের বিবরণ বিদিত হওয়া যায়। নিদারুণ রোগ যন্ত্রণা উপশম জন্য

মধ্যে মধ্যে কতই অপূর্ব্ব ঔষধি এবং যন্ত্রাদির আবিস্কার হইতেছে, তাহা সভ্য দেশের বিবরণ পাঠে বিশদরূপে পরিজ্ঞাত হওয়া যায়। নৃশংস, বিবেকশূন্য, অজ্ঞান পশুদিগকে অসাধারণ ধীশক্তিসম্পন্ন মানবের বশীভূত হইতে হইয়াছে। আমাদের দেশেও হয়, গজ, গো, গর্দ্দভ, মার্জ্জার, শ্বন, প্রভৃতি গ্রাম্য পশুদিগের চিকিৎসা-প্রণালী আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে বর্ণিত আছে; উপযুক্ত চর্চ্চা বা গবেষণা না থাকায় এবং অনুসন্ধিৎসু লোকে পশু চিকিৎসার বিষয়ে উদাসীন থাকায় এ সমস্ত লুপ্ত প্রায় ঔষধি ও চিকিৎসা-ব্যবস্থা অদ্যাপি সাধারণে অবগত হইতে পারেন নাই। পশু চিকিৎসা সম্যক্ লিখিতে গেলে পুস্তকের কলেবর বৃদ্ধি হইয়া পড়ে, বিশেষতঃ উক্ত বিষয় সম্যক্ আলোচনা করাও এ পুস্তকের উদ্দেশ্য নহে, এজন্য গো-চিকিৎসার বিষয় যতদূর অনুসন্ধানে অবগত হওয়া গিয়াছে তাহাই লেখা গেল।

গো সকলকে বহুবিধ রোগাক্রান্ত হইতে দেখা যায়। বন্য গোর বৃত্তান্ত আলোচনা না

করিয়া গ্রাম্য বৃষ ও গাভীগুলি অধিকাংশ সময় যে সমস্ত রোগাক্রান্ত হইয়া থাকে, তাহা প্রশমনের উপায় ও চিকিৎসা-প্রণালী যাহা কিছু জানিতে পারা গিয়াছে, সংগ্রহ করিয়া সংক্ষেপে লিখিতে চেষ্টা পাওয়া গেল। গ্রাম্য পশুগুলি সর্ব্বদা মনুষ্যালয়-সন্নিধানে অবস্থান এবং গ্রাম্য তৃণ, পত্র ও শস্যাদি ভক্ষণ করায় উহাদের শারীরিক সন্তাপ ও প্রকৃতি আরণ্য পশু হইতে বিশেষ বিভিন্ন দৃষ্ট হয়। বন্য-পশুরা বনে জঙ্গলে স্বেচ্ছানুসারে বিচরণ করিয়া নানাবিধ ওষধি ভক্ষণ করিতে পায় এবং ইচ্ছা-নুরূপ ভ্রমণ, বিহার ও বিশ্রাম করিতে পায় বলিয়া বন্য পশুদিগের শরীর সবল ও পুষ্ট হয় এবং অনেক পশুই সুস্থ শরীরে কাল হরণ করিয়া জীবনের শেষ সীমা পর্য্যন্ত জীবিত থাকে। পক্ষান্তরে গ্রাম্য পশুগুলি অভিলাষানু-রূপ ভ্রমণ, বিহার ও বিশ্রাম করিতে সাবকাশ প্রাপ্ত হয় না, প্রভুর হিতানুষ্ঠানে সাধ্যমত শ্রম করিতে হয়, এবং প্রচুর আহারের অভাব প্রভৃতি কারণে নানাবিধ রোগাক্রান্ত হইয়া

পড়ে। গ্রাম্য গোগুলির সাধারণতঃ বসন্ত, উদরাময়, মুখ-রোগ, পদ-রোগ, পশ্চিমে, ক্ষত, জিহ্বা-স্ফীত, গলনালী-প্রদাহ প্রভৃতি বহুবিধ রোগ উপস্থিত হইতে দেখা যায়।

পীড়িত পশুর আত্ম-সদৃশ চিকিৎসাদি করা মানব মাত্রেরই উচিত। আর বোধ হয় ইহাই ঈশ্বরের অভিপ্রেত; তাহা না হইলে পালিত পশুগণ ব্যাধিগ্রস্ত হইলে কখনই আর্ত্তনাদ দ্বারা নিজ কষ্টের পরিচয় প্রদান করিত না। আমরা এমনি ভ্রমান্ধ ও নির্ম্মম যে এরূপ উপকারী, লোক-যাত্রা নির্ব্বাহের প্রধান সহায়ভূত, পরম বন্ধু ও সহায় স্বরূপ গোগণ পীড়িত হইলে সামান্য আক্ষেপ অথবা শোক প্রকাশ করিয়াই দয়া, দাক্ষিণ্যের এবং প্রত্যুপকারের পরিচয় প্রদান করিয়া ক্ষান্ত হই। দুঃখ প্রকাশেই আমাদের কর্ত্তব্য কার্য্য শেষ হইল বলিয়া বোধ করিয়া থাকি; কি উপায় অবলম্বন করিলে উহাদের নিদারুণ মর্ম্মভেদী ব্যাধি-যন্ত্রণার প্রশমন হইবে, তাহার জন্য বিহিত চেষ্টা, যত্ন, শ্রম, বা অর্থব্যয় করিতে কাতর হই। আশ্রিত,

পালিত গোগণ যৎকালে তারস্বরে হাম্বারবে ক্রন্দন করিতে থাকে, আমরা সে সময় স্বল্প বুদ্ধি পরিচারকবর্গের প্রতি উহাদের জীবনরক্ষার এবং চিকিৎসার ভারার্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া থাকি। ইহা কি দেবসম, জীবশ্রেষ্ঠ, পরম জ্ঞানী, সূক্ষ্মদর্শী মানবের বৈধ কার্য্য ? না কথনই না। ইহাই কি ঈশ্বরাভিপ্রেত? অবশ্যই না। তবে কেন গবাদির সুচিকিৎসা, সেবা-শুশ্রূষা, পথ্যাপথ্যের বিষয় অবধারণে উদাসীন ভাব অবলম্বন করি ? এ প্রশ্নের উত্তর করিতে গেলে আমাদিগের স্বার্থপরতাই প্রকাশ হইয়া পড়ে।

মহাভারত পাঠে অবগত হওয়া যায় কনিষ্ঠ পাণ্ডব সহদেব গো-চিকিৎসায় পারদর্শী ছিলেন। পশু-চিকিৎসা আয়ুর্ব্বেদ-শাস্ত্রান্তর্গত, অধুনা আয়ুর্ব্বেদ-শাস্ত্রের তাদৃশ আদর ও গৌরব না থাকায় কেহ আর এই লাভশূন্য পশ্বাদি চিকিৎসাশাস্ত্র শিক্ষাজন্য যত্নবান্ হয়েন না। স্বল্প বুদ্ধি, নিরক্ষর কৃষক সম্প্রদায়ের মধ্যে গ্রামে গ্রামে দুই এক জন প্রসিদ্ধ গো-বৈদ্য আছে।

কিন্তু এক্ষণে সাধারণ শিক্ষা বিস্তারের প্রভাবে কৃষক পুত্রগণও আর গো-চিকিৎসা অভ্যাসে আস্থা প্রদর্শন করে না, বিশেষতঃ গো-বৈদ্যের লভ্য ও সম্মান তাদৃশ না থাকায় কেহই এই অত্যাবশ্যকীয় পশু-চিকিৎসা শিক্ষায় মনোযোগ প্রদান করে না। এই সমস্ত কারণে গো-বৈদ্যের অসদ্ভাব ঘটিয়াছে এবং অনেক বলবান্ ও মূল্যবান্ গো বিনা চিকিৎসায় অকালে কাল-কবলিত হইতেছে। অনেক সম্পন্নকৃষক মূল্যবান্ বলীবর্দ্দ ও গাভীর অকাল মৃত্যুতে অবসন্ন দশাগ্রস্ত হইয়াছে। ভারতে পশু-চিকিৎসা-শাস্ত্র যে এক প্রকার বিলুপ্ত হইয়াছে, তাহা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি এবং আধুনিক গো-চিকিৎসা-প্রণালী দেখিলেই পাঠক বুঝিতে পারিবেন যে আমরা গো-জাতিকে কি প্রকারে অবহেলা করি, সেই জন্যই গ্রাম্য গো-চিকিৎসকদিগের নিকট হইতে যে কয়েকটী গো-রোগের ঔষধি সংগ্রহ করিয়াছি, তাহা এ স্থলে সন্নিবেশিত করা হইল।

১। তিলে (কর্ণ) রোগে।

বনওল, টেপ্যার মূল, গোলমরিচ ২৫টা, হুকার জল দ্বারা মাড়িয়া উভয় কর্ণ মধ্যে দিতে হইবে এবং উক্ত প্রলেপ তরল করিয়া নাসারন্ধ্র-দ্বারা উদরস্থ করান আবশ্যক।

২। পশ্চিমে রোগে।

মস মড়ানির মূল, সাত খণ্ড আদা, ৭ খণ্ড শ্বেত আকন্দের কলিকা, সাতখানি শ্বেত আকন্দের পাতা পর পর রাখিয়া অগ্রভাগ কর্ত্তন-পূর্ব্বক অল্প সরিষা, ৭টী লবঙ্গ, ৭টী বড় এলাচির দানা এবং কিঞ্চিৎ চাউলের খুদসহ সর্ব্ব দ্রব্য একত্র বাটিয়া ৩টা আকন্দের পত্র দ্বারা খাওয়া-ইলে পীড়া আরোগ্য হইবার সম্ভাবনা এইরূপ কথিত আছে।

৩। ঢোলারোগে। (ঘূর্ণী)

(ক) রক্ত কচুর মূল ও একটী মরিচ একত্র বাটীয়া মস্তকের উপর মালিস করিয়া দেওয়া আবশ্যক।

(খ) খড় কিম্বা বিচালি উল্টা পাক দিয়া উহা দ্বারা একখানি ছিন্ন বিনাম্মা গলদেশে

বন্ধন করিয়াদিলে ঘুর্ণী রোগ প্রশমন হইয়া থাকে, অনেক গো-বৈদ্যের এরূপ বিশ্বাস।

৪। রক্ত ভিলে রোগে।

পাটনাই শুঁট, চাকুন্দে গাছের মূল ও অল্প আদা একত্র বাটিয়া কলাপাতাসহ খাওয়াইলে রোগ নিরাময় হয়।

৫। উদরাময় রোগে।

বংশপত্র বিশেষ উপকারী, ঘোল ও কুঁড়ার জল চাঁপা-কলা প্রভৃতি খাওয়াইলেও উপকার দর্শে।

৬। গো-রসুনে নামক ঘাস গাভীতে অনেক সময় খাইয়া থাকে, উক্ত ঘাস খাইলে গাভীর দুগ্ধেও রসুনের ন্যায় দুর্গন্ধ হয়। এই দুর্গন্ধ নিবারণাভিপ্রায়ে অনেকে গাভীকে পান খাওয়াইয়া থাকে, ইহাতে দুগ্ধের গন্ধ দূর হয়, ইহা আমরা প্রত্যক্ষ করিয়াছি।

৭। ক্ষত রোগ।

গোজাতির ক্ষত রোগে টারপিন এবং কেরোসিন তৈল ব্যবহার করিলে বিশেষ উপকার হইতে দেখা যায়।

৮। কেহ কেহ অধিক ক্ষত হইলে আল-কাতরা ব্যবহারে উপকার পাইয়াছে।

৯। এঁসে রোগে।

এঁসে (ক্ষত) রোগে অনেকে গোগণকে পুরাতন পঙ্ক পরিপূর্ণ পুস্করিণীতে অল্প জল ও পঙ্ক মধ্যে কিয়ৎ কাল বন্ধন করিয়া রাখিয়া উপকার পাইয়াছেন।

১০। জীহ্বা স্ফীত রোগে।

গো-জিহ্বা স্ফীত হইলে লৌহ শলাকা দ্বারা উক্ত স্ফীত স্থান হইতে লালা নিঃসরণ করাইলে জিহ্বার প্রদাহ উপশম হয়; কৃষক বৈদ্যেরা এরূপ বলিয়া থাকে।

১১। উদরাময় রোগে।

উদর-ভঙ্গ-রোগে অনেকে বংশমূল, আদা, মূথা, ও চালুনি-জল একত্র করিয়া খাওয়াইয়া থাকে।

১২। গুটী (বসন্ত) রোগে।

গরুর গুটী হইলে সর্ব্বদাই গরুকে পরিষ্কার রাখা আবশ্যক। উহার প্রকৃত চিকিৎসা অনেকে ভাল জানে না।

১৩। পশ্চিমে খোর।

রোগের লক্ষণ।

এই রোগে গাত্র লোম কাঁটার ন্যায় হয়, শরীর কাঁপিতে থাকে, পা মাটিতে পাতিতে পারে না, এবং উহা অশাঢ় হইয়া পড়ে। গাভীর এই রোগ উপস্থিত হইলে বাম পদ অত্যন্ত বেদনা হয়, বৃষের রোগ হইলে দক্ষিণ পদ অত্যন্ত বেদনা হয়। এই রোগ উপস্থিত হইলে গরু চলিতে পারে না।

ঔষধি।

(ক) কালিঞ্চা খড় দ্বারা আগুণ করিয়া গরুর গাত্রে তাপ দেওয়া আবশ্যক। তাপ দিবার নিয়ম এই যে অগ্রে গরুর গাত্রে কলার পাতা দিয়া পরে ঐ খড় জ্বালাইয়া গাত্রের নিকট উত্তাপ দিতে হইবে।

(খ) ভুলা টেপারির মূল ও শিশ আকন্দের মূল উভয়ে অর্দ্ধ তোলা, গোল মরিচ, লং, আদা একত্র করিয়া হুকার জল দ্বারা বাটিয়া কাঁচ-কলার পাতায় করিয়া তিন পান, খাওয়াইলে

পীড়া নিরাময় হইবে। এক ঘণ্টা অন্তর এই ঔষধি সেবন করান ব্যবস্থা।

১৪। পশ্চিমে।

কেহ কেহ এই রোগকে টংকার বলে।

এই রোগাক্রান্ত হইলে প্রথমে গরু স্থির হইয়া এক স্থানে দণ্ডায়মান থাকে, ঘাস-জল খায় না, লালাইতে থাকে, মাথা কাঁপাইতে থাকে, চক্ষু দিয়া অবিরত জল পড়ে, অবশেষে ঢুলিয়া পড়ে এবং ঝুঁকিয়া ঝুঁকিয়া উঠে। গাভীর এই রোগ উপস্থিত হইলে বাম ভাগে ঘাড় বাঁকিয়া যায়, বৃষের বেলা দক্ষিণ ভাগে ঘাড় বাঁকে। ঘাড় বাঁকিয়া গেলে এই পীড়া চিকিৎসকের অসাধ্য হইয়া পড়ে।

ঔষধি নাশ।

দুই গণ্ডা গোল মরিচ, অপ্রস্ফুটিত (অমুলা) শিশ আকন্দের [(অপামার্গের) যাহাকে চিচ্চিড়ে বলে] মূল, কাঁঠাল গাছের ছাল, কাঁঠাল গাছের পাতার কুঁড়ি, সজিনা গাছের মূলের ছাল।০ আনা প্রমাণ একত্র করিয়া মনুষ্যের গালে চিবাইয়া নাসারন্ধ্রের দ্বারা গরুর নাকে

ফুৎকার দিতে হইবে। ফুৎকার একঘণ্টা অন্তর তিন বার পর্য্যন্ত প্রদান করিলে রোগ উপশম হইবে।

দন্তির মূলের ছাল, কাল বর্ণের কাল কাষুন্দিয়া গাছের শিকড়ের ছাল উভয়ে এক তোলা, ঝিট্‌কির পাতা, আকন্দের কচি পাতা, বিষ কাঁঠালের কচিপাতা, বিষতাড়কেরপাতা, নির্ব্বিষ, কাঁঠাল গাছের কচি পাতা, ধূঁতরার পাতা এই সকল পাতা এক এক তোলা পরিমাণ লইয়া হুকার জল দ্বারা বাটীয়া ৯ নয়টী বড়ি করিয়া কাঁচ-কলার পাতায় করিয়া এক ঘণ্টা অন্তর ৯ নয় বার গরুকে খাওয়াইতে পারিলে রোগ নিশ্চয় আরোগ্য হয়।

১৫। রক্ত ভিলে।

এই রোগে প্রথমতঃ গরুর ভেদ হয়, তৎসঙ্গে রক্ত পড়ে, পরে শুদ্ধ রক্ত ভেদ হইতে থাকে। শ্বেত পুনর্নবা (গাদ মধির) মূল, ১ তোলা, নালির ফুল ও জাম গাছের ছাল ।০ আনা প্রমাণ হুকার জলে বাটিয়া কলা পাতা করিয়া তিনবার খাওয়াইতে হইবে.

এক দণ্ড অন্তর এক এক বার খাওয়ানর নিয়ম।

১৬। খুদে পিলে।

প্রথমতঃ গরুর পেট কামড়াইয়া ক্রমশঃ ফাঁপিয়া উঠে, পরে গরু যন্ত্রনায় অস্থির হইয়া অত্যন্ত ক্লান্ত ও নির্জীব হইয়া পড়ে।

অপ্রস্ফুটিত কাঁছলিয়ার মূল, কাল ধুঁতরার মূল, ॥০ তোলা চূনের জল ও হুকার জল এক ছটাক ও খরশান তামাক এক কাঁচ্চা একত্র বাটিয়া প্রহরান্তর তিনবার খাওয়াইতে হইবেক। এই ঔষধি একবার খাওয়াইলে পীড়া আরাম হইবার সম্ভাবনা, যদি রোগের উপশম না হয়, তাহা হইলে ক্রমান্বয়ে তিনবার পর্য্যন্ত এই ঔষধি খাওয়ান বিধি।

১৭। গলা ফুলা।

এই রোগে প্রথমে গরুর গলা অল্প ফুলে, পরে ফুলা যতই বৃদ্ধি হইতে থাকে, গরুও তখন তৃণ-জল খাওয়া বন্ধ করে, অবশেষে গলার মধ্যে ঘড় ঘড় শব্দ হইতে থাকে, ইহার

পরে গরু মাটিতে পড়িয়া পা আছড়াইতে আছড়াইতে মরিয়া যায়।

ঔষধি। অল্প গলা ফুলা অবস্থায়। বাজবরণের (নেড়া সিজের) আঠা ও হিঙ্গু একত্র বাটিয়া স্ফীত স্থানে অল্প চিরিয়া এই ঔষধি প্রবেশ করাইতে পারিলে রোগ নিরাময় হয়।

গলা অধিক ফুলিলে।

ফুলা স্থান উষ্ণ লৌহ শলাকা দ্বারা দাগাইতে হয়। দাগ দিবার নিয়ম এই যে নাসিকার এক অঙ্গুলি উপরে মুখ বেড় দিয়া দাগ দিতে হইবে। চক্ষের তিন অঙ্গুলি নিম্নে এবং কর্ণের নিম্নে দাগ দিলে উপকার হইতে দেখা যায়। গল-দেশে পর পর তিনটী দাগ দেওয়া হয়। এতদ্ব্যতীত গলার নিম্নে ফুলার উপর দুই একটী দাগ দিতে দেখা যায়। এই রূপ দাগ দেওয়া শেষ হইলে গলাসি চটিয়া রক্ত বাহির হইলে আতার পাতার রস ও গন্ধক একত্র করিয়া ঐ চটা ঘার মুখে দিলে, ঘা সত্বর আরাম হয়। যে পর্য্যন্ত ঐ চটা সম্পূর্ণ আরাম না হয়, তদবধি ঐ ঔষধি দেওয়া বিধি।

১৮। নাসিকার ঘা।

প্রথমে নাক দিয়া শ্লেষ্মা নির্গত হইতে থাকে পরে তৎসঙ্গে অল্প অল্প রক্ত পড়িলে নাকের উপর উভয়পার্শ্বে মোটা যে দুইটী শিরা আছে, ঐ শিরার উপরে এবং নাসারন্ধ্রের এক অঙ্গুলি উপর হইতে পর পর ৯ নয়টী দাগ দেওয়া দাগ দেওয়া আবশ্যক। লৌহ শলাকা উত্তপ্ত করিয়া এই হয়।

১৯ বেঙ্গা।

এই রোগ উপস্থিত হইলে গরু ঘাস জল খায় না।

চিকিৎসা প্রণালী।

গরুটীকে চিৎ করিয়া সাবধান হইয়া জিহ্বার নিম্নের উভয় পার্শ্বস্থ স্ফীত কৃষ্ণবর্ণ শিরা হইতে রক্ত বহির্গত করিতে হয়। কুলের কাঁটা কিম্বা অন্য কোন স্থচাল কাঁটা দ্বারা জিহ্বাস্থ শিরার রক্ত বহির্গত করা হয়। রক্ত বহির্গত হইলে সেই স্থানে ঝুল, লবণ ও হরিদ্রার গুঁড়া একত্র করিয়া প্রদান করিলে পীড়া নিশ্চয় নিরাময় হইবে।

২০। বেঙ্গা রোগে উদরাময় হইতে দেখা যায়।

গরুর অত্যন্ত ভেদ হয়।

মুদির পাতা, পাঁপড়ি খঁয়ের, ফটকিরি ৵০ আনা পরিমাণ একত্র করিয়া চূর্ণ করিতে হইবে, পরে এই চূর্ণ গরুর জিহ্বাস্থ ক্ষতস্থানে প্রদান করিয়া গরুর মুখ বাঁধিয়া রাখিতে হইবে।

এক দিন এই ঔষধি ব্যবহারে উপকার না দর্শিলে ক্রমান্বয়ে তিন দিবস পর্য্যন্ত এই ঔষধি প্রদান করিতে হইবে।

২১। উড়।

এই রোগে গরুর মুখ ফুলিয়া ক্রমে পাঁজড়া পর্য্যন্ত ফুলিয়া পড়ে।

হিঙ্গু ৵০, বাজবরণের আটা ৵০ একত্র করিয়া বাটীয়া সমস্ত থুলা স্থানে অস্ত্র দ্বারা অল্প অল্প চিরিয়া এই ঔষধি গোরক্তে মিশ্রিত করিয়া দিলে রোগ নিরাময় হয়।

২২। পশ্চিমে কলা

জিহ্বা ফুলা।

শিশ অপাঙ্গের মূল, কাঁচা হরিদ্রা, রন্ধন শালার ঝুল, সর্ষা, মানকচুর ডেগো, লবণ, গুগলি (গুড়ি শম্বুক) এই সমস্ত দ্রব্য একত্র

করিয়া হুকার জলে মাড়িয়া জিহ্বায় দিলে রোগ শান্তি হয়।

২৩। পশ্চিমে ভোমরা। লক্ষণঃ—

গাল গলা ফুলা।

এই রোগে প্রথমে মুখের চতুর্দ্দিকে লৌহ শলাকা দ্বারা দাগ দেওয়া আবশ্যক। পরে চিলের মূল, কাঁটালের ভূষড়া পোড়া, গোল মরিচ ৫।০ গণ্ডা, এই তিন দ্রব্য হুকার জলে মাড়িয়া খাওয়াইতে হইবে।

২৪। তিলে।

এই রোগে গরুর পেট ফুলে এবং পা আছড়ায়। ঔষধি। শ্বেত আকন্দের মূল, কোষ্টার বীজ, বংশ কোঁড়, গেরিমাটী, গুড়, কাল জিরা, রক্ত কম্বল নালের পুষ্প, গোর্‌সুনে, এই সকল দ্রব্য একত্র করিয়া হুকার জলে মাড়িয়া খাওয়াইলে রোগ উপশম হইবে।

২৫। পশ্চিমে।

এই রোগ উপস্থিত হইলে পেট ছাড়িয়া দেয়। গোব্‌রে বালার মূল /১॥০ সের, তিত বেগুনের মূল /১, এই ২॥০ সের ও কোষ্টার

বীজ ।০ একত্র করিয়া হুকার জলে সিদ্ধ করিয়া তাহার ক্বাথ খাওয়াইতে হইবে।

২৬। ক্ষত রোগে।

ক্ষত রোগে পোকা হইলে নিশ্বাস বন্ধ করিয়া এক খণ্ড সজিনা গাছের ছাল তুলিয়া ঐ ছাল বস্ত্র দ্বারা গরুর গলায় আবদ্ধ করিয়া দিলে ক্ষত আরোগ্য হয়।

২৭। চোনামারার ঔষধি।

এই পীড়ায় গরু দিন দিন শীর্ণ হইয়া পড়ে। গরুর মস্তকোপরি উভয় শৃঙ্গের মধ্য স্থলে যে যে নিম্ন স্থান দৃষ্ট হয়, তাহা তৈলাক্ত করিয়া ঐ স্থালে এক বিন্দু আঁকন্দের আটা প্রদান করিলে গরুর শরীর পুষ্ট হয়।

গো-চিকিৎসা বিষয়ে চা-কর শ্রীযুক্ত ওয়া-রেন ষ্টর্লিং সাহেব মহোদয়ের মন্তব্য এ স্থলে উদ্ধৃত করা গেল।

মুখের পীড়ার জন্য।—

মধু	১ পৌণ্ড।
মিউরিয়াটিক আসিড	১½ ঔন্স।

মাটির বা কাচের পাত্রে কাষ্ঠ বা কাচদণ্ড দিয়া ভাল করিয়া মিশাও। কাঠের চেয়াড়ি

দিয়া প্রায় বড় এক চামচা পরিমাণে জিহ্বায় লাগাইয়া দাও, উহা দিলে ঐ পশু চিবাইবার মত যে মুখ নাড়িবে তাহাতেই উহা মুখের মধ্যে বিস্তৃত হইয়া পড়িবে।

সামান্য পীড়ায় প্রত্যহ এই রূপে দুই বার দিতে হইবে; কিন্তু পীড়া কঠিন হইলে, কিম্বা জানিতে পাইবার কয়েক দিন পূর্ব্বে ঐ পশুর পীড়া হইয়া থাকিলে প্রত্যহ তিন বা চারিবার দেওয়া আবশ্যক হইবে।

পায়ের পীড়ার জন্য।

সুখতর দ্বীপের মুসব্বর	১½ ঔন্স।
বিশোধিত সুরা	৪ ঐ।
ফটকিরী	½ ঐ।
জল	৮ ঐ।
কিম্বা কালবার্ট সাহেবের কারবলিক এসিড	৪ ঐ।
জিত ফলের তৈল	২০ ঐ।

মুসব্বর সুরায় গলাইয়া এবং ফটকিরী গুঁড়া করিয়া জলে গলাইয়া দুয়ে মিশাও। সহজ পীড়ায় প্রত্যহ দুই বার খুরের ভিতরে লাগাও; পীড়া কঠিন হইলে বা প্রথমে উপেক্ষিত হইলে, প্রত্যহ তিন বা চারিবার লাগাও।

চিকিৎসা ও পথ্য প্রভৃতি সম্বন্ধীয় পরামর্শ।

কোন পশু বা গরু পীড়িত হইবামাত্র, তাহাকে পাল হইতে পৃথক করিয়া লইয়া অবিলম্বে তাহার চিকিৎসা করিতে হইবে। পীড়া হইয়াছে কি না, ইহা চরিবার সময় বা পশু-শালায় যখন আহার দেওয়া যায় সেই সময় প্রত্যহ দেখিলে সহজে জানা যায়; পীড়িত পশু আহার করিতে অমনোযোগী ও অনিচ্ছুক দৃষ্ট হয়, তাহার মাথা নোয়াইয়া পড়ে এবং মুখ দিয়া কিঞ্চিৎ ফেনাযুক্ত লাল পড়িতে থাকে।

পশুদিগের পায়ের এবং মুখের পীড়া অত্যন্ত সংক্রামক। এই নিমিত্ত পশু পীড়িত জানা গেলে পর কয়েক দিন পর্য্যন্ত অবশিষ্ট পশুগুলির প্রতি সূক্ষ্ম দৃষ্টি রাখিতে হইবে।

পীড়িত গোর সেবা শুশ্রূষা নিমিত্ত একজন স্বতন্ত্র চাকর নিযুক্ত করা অত্যন্ত আবশ্যক। সেই ব্যক্তিও যেন কিছুতেই পালের অবশিষ্ট পশু গুলির নিকট যাইতে না পারে। ঔষধি সেবন করাইবার সময় তাহার কাপড়ে (রোগ সংক্রা-

মণের বীজস্বরূপ) ঐ পশুর কিছু লাল না পড়ে, ইহার বিধান করা অসম্ভব। এ নিমিত্ত যখনই গো-সেবকের চিকিৎসালয়ের বাহিরে যাইতে হয়, তখনই তাহার কাপড় বদলান উচিত এবং রোগ সঞ্চার নিবারক কোন রূপ তরল দ্রব্য দ্বারা সর্ব্বদাই তাহার হস্ত ধৌত করা উচিত। কালবার্ট সাহেবের কারবলিক আসিড জলে মিশাইয়া পাতলা করিয়া লইলে, তাহাই এই কার্য্য পক্ষে সর্ব্বোৎকৃষ্ট।

গরুর আহার করিতে যতই ইচ্ছা থাকুক, মুখের ব্যথা বশতঃ ঐ পশু অতি তরল ফেন বা তদ্রূপ কোন দ্রব্য ভিন্ন কিছুই খাইতে পারিবে না। যাবৎ মুখের পীড়ার কিঞ্চিৎ উপশম না হয়, ভাত গালাইয়া ঘন কাঁজি করিয়া তাহার সহিত কিঞ্চিৎ গুড় মিশাইয়া দেওয়াই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। কোন কারণেই লবণ দেওয়া উচিত নহে।

অবাধে জল দেওয়া উচিত, কারণ ঐ পশুকে তৃষ্ণায় অত্যন্ত কষ্ট পাইতে দেখা যায়। যখনই ঔষধি দেওয়া যায়, এক ভাগ কারবলিক

আসিড বিশ ভাগ জলে মিশাইয়া পাতলা করিয়া লইয়া তদ্দ্বারা নাক ও পা ধুয়াইয়া দিতে হইবে।

যদি মুসব্বর ও সুরা সহজে পাওয়া না যায়, তাহা হইলে এক ড্রাম কারবলিক আসিড পাঁচ ভাগ জিতফলের তৈলে মিশাইয়া তদ্দ্বারা পায়ের ক্ষতের চিকিৎসা করিতে হইবে।

বহু দর্শন দ্বারা আমার বিশ্বাস জন্মিয়াছে যে খুরের ভিতরের ক্ষত আনুষঙ্গিক মাত্র। অনেক স্থলে পীড়া হইলে, এমন কি কঠিন রকমের পীড়া হইলেও পায়ে ক্ষত হয় না; কিন্তু মুখের পীড়ার সঙ্গে না হইলেই কোন স্থলে পায়ে ক্ষত দেখা যায় না। অধিকন্তু মুখের ক্ষত সারিয়া গেলে, সেই সঙ্গেই পায়ের ক্ষত অন্তর্হিত হয়।

পীড়া সারিয়া গেলে পর সমুদয় পাত্র, রশি, শুইবার বিচালী প্রভৃতি এবং যে চালায় বা কুটীরে রুগ্ন পশু বাঁধিয়া রাখা হইত, তাহার সমুদয় উপকরণ চিকিৎসা স্থানেই পুড়াইয়া ফেলিতে হইবে, ইহাতে রোগসংক্রমণ নিবা-

রিত হইবে এবং যে স্থানে পীড়িত পশুদিগকে রাখা হইয়াছিল তাহারও পীড়াসঞ্চার দোষ যাইবে।

যাহা কিছু ব্যবহার করা যায় তাহাই নষ্ট করিতে হইবে, এই নিমিত্ত সামান্য মাটির পাত্র, কাঠের বাল্‌তি প্রভৃতি চিকিৎসালয়ের ব্যবহার নিমিত্ত আনাইলেই চলে।

"ওয়ারেন ষ্টর্লিং।"

আমাদের দেশে গোজাতির চিকিৎসা এ প্রকার হীনাবস্থ হইয়া পড়িয়াছে যে তাহা স্মরণ করিলেও মনে অসহনীয় যন্ত্রণার উদ্রেক হয়। আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াও এই হতভাগ্য গোজাতির চিকিৎসার বিষয় এক প্রকার কিছুই জানিতে পারিনাই বলিতে। হইবে। কারণ বর্ণজ্ঞানবিহীন কৃষকদিগের নিকট আমরা প্রচলিত গো চিকিৎসার বিষয় সংগ্রহ করিয়া যাহা লিপি বদ্ধ করিলাম তাহা পাঠ করিলে সহজেই উপলব্ধি হইবে যে উক্ত গো-চিকিৎসা-প্রণালী নিতান্ত শোচনীয়; এমন কি হয়ত শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে

অনেকে এইগুলি লিপিবদ্ধ করার নিমিত্ত আমা দিগের প্রতি কিঞ্চিৎ বিরক্তি ভাবও প্রকাশ করিতে পারেন। উক্ত ঔষধি গুলির অবশ্যই কিছু না কিছু সারবত্তা আছে, এবং গো-জাতির চিকিৎসা কি প্রকার হীনাবস্থ হইয়াছে, তাহা দখাইবার জন্যও উহা এ স্থলে লিপি-বদ্ধ করিলাম। অনুসন্ধানেও কৃতকার্য্য হইতে না পারিয়া আমরা অবশেষে সর্ব্বশরণ্য ইংরাজের শরণাগত হইতে বাধ্য হইলাম। সেই জন্যই এস্থলে ওয়ারেন ষ্টার্লিং সাহে-বের পশু চিকিৎসার মন্তব্য উদ্ধৃত করা গেল। আমরা পূর্ব্বেই বলিযাছি যে আমাদের দেশে পশু-চিকিৎসার সমস্ত গ্রন্থই বিলুপ্ত হইয়াছে আমাদের এরূপ বিশ্বাস ছিল। অবশেষে এক দিবস পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত কালীবর বেদান্ত বাগীশ মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ হইলে কথা প্রসঙ্গে ভারতীয় পশু চিকিৎসার কথা উপস্থিত হয়, তাহাতে তিনি বলিলেন, আমাদের আয়ু-র্ব্বেদ-শাস্ত্রে পশু চিকিৎসার বিষয় বিস্তৃতরূপে বর্ণিত আছে, এবং আমাদের অনুরোধ ক্রমে

তিনি একখানি প্রাচীন আয়ুর্ব্বেদীয় গ্রন্থ হইতে নিম্নলিখিত শ্লোকগুলি সংগ্রহ করিয়া পাঠাইয়াছেন। এই শ্লোকগুলি লিপিকরের দোষে, এবং নিতান্ত জীর্ণ গ্রন্থ হইতে সংগৃহীত হওয়ায় নানা প্রকার ব্যাকরণ-দুষ্ট পদে পরিপূর্ণ দৃষ্ট হইতে পারে; সে ভ্রমের জন্য আমরা কিম্বা বেদান্ত বাগীশ মহাশয় দায়ী নহেন। যদি কোন সুবিজ্ঞ আয়ুর্ব্বেদীয় পণ্ডিত উক্ত গ্রন্থের নষ্ট অংশগুলি উদ্ধৃত করেন, তাহা হইলে সাধারণ ভারতবাসীর বিশেষ কৃতজ্ঞতার পাত্র হইবেন।

তাম্রঃ কুমারিকাপত্র পিণ্ডো লবণ সংযুতঃ।
হন্তি কণ্ডু দশাহেন বৃষ বেশর বাজিনাম্ ॥ ১ ॥
কুষ্ঠ সৈন্ধব সংযুক্ত মধু লিপ্তাঙ্গ (ক) বালুকে।
দ্বেষ্যোঽপি কুরুতে প্রীতিং বাজিনী প্রস্নবান্বিতা ॥ ২ ॥
তণ্ডুলীয়ক মূলানি তথা বিল্ব কপিত্থয়োঃ।
গোঘৃতেন সমালোড্য সর্পদষ্টস্তু পায়য়েৎ ॥ ৩ ॥
চন্দনাগুরু কাষ্ঠৈশ্চ লোধ্রমার্গ কলিস্তবৈঃ।
দংশনেপোবিষং হন্তি জঙ্গমং স্থাবরং পুনঃ ॥ ৪ ॥
মূলং হি শালপর্ণ্যাঃ শানি বাসরে নিমন্ত্রিতং।
রবের্দিবসে নীতং বিধিনাবদ্ধং কণ্ঠে গণ্ডারচীং হরতি ॥৫॥

(ক) মধু লিপ্তোল বালুকে। ইতি পাঠান্তর।

চর্চ্চিত্বা লক্ষণামূলং প্রেরিতং মুখ্য বায়ুনা।
যোনিমধ্যস্থিতং গর্ভং গ্রাহয়েন্মহিষী গবাম্‌ ॥ ৬ ॥
শাল্মলী মূল নির্য্যাস (খ) দর্ভ খণ্ডঞ্চ চন্দনম্‌।
শৃঙ্গমাশ্রাত্য জ্বরামুদ্বেগ কারিণীম্‌ ॥ ৭ ॥
মধু জীরক গোরস্তা তক্র লেপ প্রভাবতঃ।
বৎসং স্নিহ্যতি গোঃ ক্ষীরং বহুলঞ্চ প্রযচ্ছতি ॥ ৮ ॥
বিলিপ্তং বিধিনা চিত্রং পাষাণং পুরতঃ স্থিতম্‌।
লিহন্তি মৃত বৎসাপি প্রস্নৌতি স্বরভি সুতম্‌ (গ)॥ ৯ ॥
ব্রহ্মদণ্ডী শিফালিকা কণ্ঠে বদ্ধানুমূলিকা।
মহু স্তম্ভ বধাদ্রক্ষাং ত্রিক্ষনেন করোতি সা ॥ ১০ ॥
অঙ্গার শাক বৃক্ষস্য চূর্ণিতং সঘৃত স্ত্র্যহং।
দত্তো নসত্যতীসারং ত্র্যহং পানীয় বারণাৎ ॥ ১১ ॥
বরুণস্য ফলাদ্ধস্ত পীড়িতা দালিতো রসঃ।
সব্রণে পূরিতোহশেষং কৃমিজালং নিপাতয়েৎ ॥ ১২ ॥
অবল্ বৃক্ষ পত্রাণাং লেপো গোমুখ রোগ হৃৎ।
গোনাম্‌ সম্ভবং ক্ষীরং পুষ্যং চিরাস্তবম্‌ ॥ ১৩ ॥
জ্বর দোষে সমুৎপন্নে পশুনাং ত্রিকুটাকৃতি।
ললাটে লাঞ্ছনং কৃত্বা স্বল্পং লৌহ শলাকয়া ॥ ১৪ ॥
জ্বালা কুষ্ঠে মুখে মাংসং গোময়ং তগরং ঘৃতম্‌।
ময়ূরো গো মহিষ্যাদি গোষ্ঠে ধূপো জ্বরাপহঃ ॥ ১৫ ॥
মণ্ড দোষে সমুৎপন্নে গবাং কণ্ঠে নিবন্ধয়েৎ।
ঘণ্টা তত্র লিখেন্মন্ত্রং যাবকে না ময়াপহম্‌ ॥ ১৬ ॥

(খ) শাল্মলী তল নির্জাত। ইতি পাঠান্তর। (গ) দ্রুত মিতিচপাঠ।

"(মন্ত্রঃ) ঘন্টা কর্ণে চপেটেশো গণঃপ্রোক্তো মহাবনঃ।
মারী বিনাশন করাঃ স গাং পাতু জগৎপতিঃ ॥ ১৭ ॥
গুড়েন সহ তক্রাণি ধূমজৈশ্চ বিশেষতঃ।
নাশয়ন্তি গবাং কণ্ঠ রোগাংশ্চ বিবিধাংস্তথা ॥ ১৮ ॥
দগ্ধ শাল্মলী বীজানাং ধূপমাত্রায় তৎক্ষণাৎ।
তথা ঝিঙ্গটকং ধূমং শ্লেষ্মদোষান্তর ত্যসৌ ॥ ১৯ ॥

গোলক্ষণা লক্ষণানি যথা ;—

* * * * মূষক নয়নাহ্য শুভদা গাবঃ।
প্রবল চিপিট বিষনাঃ করটা খর সদৃশ বর্ণাশ্চ ॥ ১ ॥
শ্যামাতি দীর্ঘ জিহ্বা গুল্ফৈ রতি তনুভি রতি মহস্তির্বা।
অতি ককুদা কৃশদেহানেষ্ট হীনাধিকাঙ্গশ্চ ॥ ২ ॥

ইত্যাদি।

তাম্র জারা, কুমারিকার (ঘৃতকুমারির) পাতা, লবণ সংযুক্ত করিয়া খাওয়াইলে বৃষ, অশ্বতর ও অশ্বদিগের কণ্ডু (চুলকণা) দশ দিনে নষ্ট হয়। ১ ॥

কুড় কাষ্ঠ, সৈন্ধব, মধু এবং এলবালুকা একত্র করিয়া প্রদান করিলে চক্ষুগত পীড়া ও দুগ্ধ ক্ষরণান্বিতা ঘোটকীর রোগ উপশম হয়।২॥

নটে শাকের মূল, বিল্ব ও কথ্‌বেলের মূল, গব্য ঘৃতের দ্বারা পেশন করিয়া সর্পদষ্ট জন্তুকে পান করাইলে নিরাময় হয়। ৩ ॥

চন্দন, অগুরু ও লোধ্র কাষ্ঠ, মার্গ, বয়ড়া এবং ভূষ একত্র করিয়া দংশনস্থানে লেপন করিলে স্থাবর ও জঙ্গম বিষ নষ্ট হয় ॥ ৪ ॥

শালপর্ণীর মূল (শনিবারে আমন্ত্রণ করিয়া পরদিবস উহা বিধিপূর্ব্বক গ্রহণান্তে) কণ্ঠে ধারণ করাইলে পশুদিগের গলগণ্ডাদি রোগ নিরাময় হয় ॥ ৫ ॥

লক্ষণা-বৃক্ষের মূল, চন্দনাদি দ্বারা লেপন করিয়া মুখ-বায়ু দ্বারা যোনি মধ্যে প্রবেশ করাইলে গো মহিষীর গর্ভ রক্ষা হয় ॥ ৬ ॥

শিমূল বৃক্ষের মূলের আঠা, কুশাখণ্ড ও চন্দন শৃঙ্গেতে প্রদান করিলে জরা নষ্ট করে ॥ ৭ ॥

মধু, জীরা, গুবাক, রম্ভা, তক্র দ্বারা পেশন করিয়া বৎসের গাত্রে লেপন করিলে, ঐ লেপিত গাত্রের বৎসকে চাটিলে উহার মাতার বিস্তর দুগ্ধ হয় ॥ ৮ ॥

বিধিপূর্ব্বক চিত্রিত এক খানি পাথর গোরুর অগ্রে পৃথক্‌ভাবে রাখিলে, মৃত-বৎসা গাভী ঐ পাষাণ লেহনে দুগ্ধ প্রদান করে ॥ ৯ ॥

বামনহাটী ও শেফালিকা গাছের মূল গলায়

বাঁধিয়া দিলে গরু মন্থ-দণ্ড ভগ্ন করে না ॥ ১০ ॥

কয়লা, শাকবৃক্ষ চূর্ণ, ঘৃতের সহিত তিন-বার খাওয়াইলে অতিসার নষ্ট হয়, কিন্তু উক্ত তিন দিবস জল পান করিতে দেওয়া উচিত নহে ॥ ১১ ॥

বরুণ বৃক্ষের ফল হস্ত দ্বারা ডলিয়া রস বাহির করিয়া ক্ষত স্থানে প্রদান করিলে ক্ষত স্থানীয় কীটাদি নষ্ট হয় ॥ ১২ ॥

শাঁইরাজ গাছের পাতার লেপ দিলে গরুর মুখ রোগ নষ্ট হয় ॥ ১৩ ॥

জ্বরাক্রান্ত হইয়া পশুর ত্রিকুট (পর্ব্বত বিশেষ) ন্যায় আকৃতি হইলে, ললাট প্রদেশে স্বল্প লৌহ শলাকা দ্বারা লাঞ্ছন করিলে উপকার হয় ॥ ১৪ ॥

জ্বালা, কুষ্ঠ, মুখে মাংস বৃদ্ধি ও জ্বর রোগে গোময়, তগর পাদুকা ও ঘৃত দ্বারা গোষ্ঠে ধূম দিলে গো, মহিষ, ও ময়ূরদিগের উক্ত রোগ সকল নাশ হয় ॥ ১৫ ॥

ফেননির্গম দোষ উপস্থিত হইলে গরুর কণ্ঠে ঘণ্টা আবদ্ধ করিয়া তাহাতে নিম্নলিখিত

মন্ত্র লিখিয়া রোগ উপশম কাল পর্য্যন্ত রাখা আবশ্যক ॥ ১৬ ॥

মন্ত্র মূলে লেখা গেল ॥ ১৭ ॥

গুড়, ঘোল, ধূমজ (ঝুল) খাওয়াইলে গরুর বহু প্রকার কণ্ঠরোগ নষ্ট হয় ॥ ১৮ ॥

শিমূল বীজ ও ঝিঙ্গারধূম আঘ্রাণ করাইলে গরুর শ্লেষ্মাদি দোষ নিবারণ হয় ॥ ১৯ ॥

"হল-চালনা বা শকট-চালনার জন্য গরুর স্কন্ধে একরূপ কড়া পড়িয়া ক্ষত হইয়া থাকে"। ঔষধি।—পাকা তালের শস্য উক্ত কড়ায় দুই কি তিন দিবস ঘসিয়া দিলে উহা নিশ্চয় আরোগ্য হইয়া থাকে।

গরুর ভাল মন্দ লক্ষণ, যথাঃ—

ইন্দুরের ন্যায় চক্ষুবিশিষ্ট গাভী অমঙ্গলদায়ক। প্রবল চেপ্‌টা শৃঙ্গ, কাক ও গাধার ন্যায় বর্ণ বিশিষ্ট গাভীও অশুভদায়ক। শ্যামা, অতি দীর্ঘ জিহ্ব, বড় গুল্‌ফা, অতি মহৎ শরীর, অতি ককুদা (বৃষের ন্যায় ঝুঁটিবিশিষ্ট) কৃশ দেহা, অনেক অঙ্গ হীনা গাভী ভাল নহে ॥

সম্প্রতি মহামান্য বঙ্গের প্রধান শাসক মহো-

দয়ের অভিপ্রায়ানুসারে মহানগরী কলিকাতায় একটী গো-চিকিৎসালয় স্থাপনের অনুষ্ঠান হইয়াছে। রোগের হস্ত হইতে গবাদি জীবের প্রাণরক্ষা এবং পশুচিকিৎসা শিক্ষা প্রদান করাই ইহার উদ্দেশ্য। হ্যালেন ও গ্রীন এই দুই জন বিখ্যাত ও অভিজ্ঞ পশু-চিকিৎসক এবং নর-চিকিৎসক ডাক্তার ম্যাকলাইড সাহেব এই তিন জনের উপর আনুষ্ঠানিক ব্যবস্থার ভার অর্পিত হয় এবং তাঁহাদের পরামর্শ পত্রিকা প্রকাশিত হইয়াছে।

লাহোরে কয়েক বৎসর হইল একটী পশু-চিকিৎসা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। মান্দ্রাজের সৈদাপথ কৃষি-বিদ্যালয়েও পশু-চিকিৎসা শিক্ষা দেওয়া হয়। ব্রিটিশ ব্রহ্মের পশু-চিকিৎসা বিদ্যালয়টী সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট। পশু-চিকিৎসা বিষয়ে আমেরিকাবাসীরা বিস্তর উন্নতি লাভ করিয়াছেন। জগতিস্থ সকল প্রদেশেই গৃহ-পালিত গো মেষ শূকরাদি পশু কৃষিজাত দ্রব্যের মধ্যে পরিগণিত। দুর্ভাগ্য বশতঃ আমরা এই সমস্ত গৃহপালিত পশুর প্রাণরক্ষা বিষয়ে

সম্পূর্ণ উদাসীন। ভারত কৃষিপ্রধান দেশ। জল, বায়ু ও ভূমির প্রকৃতি এ সকল বিষয় ভারতে ও আমেরিকায় বিস্তর সৌসাদৃশ্য দৃষ্ট হয়, এই জন্যই কৃষি ও পশুরক্ষণ বিষয়ে মার্কিণ-প্রথা অবলম্বন করা বিধেয়।

কলিকাতার প্রস্তাবিত গো-বৈদ্যালয়ে গো-বৈদ্যদিগকে অশ্বাদি পশুর চিকিৎসা বিষয়েও কিয়ৎ পরিমাণে শিক্ষা দেওয়া হইবে। গো বৈদ্যালয়ের অনুষ্ঠানপত্র যেরূপ প্রচারিত হইয়াছে তাহাপাঠে বোধ হয়, কলিকাতাস্থ পশু-চিকিৎসার কালেজটী নিজ গুণে পৃথিবী-ময় প্রতিপত্তি লাভ করিবে।

এই সাধু, মঙ্গলজনক, দেশহিতকর সঙ্কল্প সত্বর কার্য্যে পরিণত হইলে দেশের বিস্তর উপকার হইবে এবং মূক ও হিতৈষী পশুগণও দীর্ঘজীবী হইয়া স্বচ্ছন্দ শরীরে কালহরণ করিবে। ভারতে গো মেষ মহিষাদি জীবের ক্রমশঃ যে বংশ নাশ হইতেছে, বসন্ত প্রভৃতি রোগ সকলই তাহার প্রধান হেতু, তদ্বিষয়ে সংশয় নাই।

পশুদিগের প্রতি নির্দ্দয় ব্যবহার নিবারণের আইন বঙ্গময় প্রচলিত হইলে দেশের একটী মহৎ অভাব বিদূরিত হয়। যদিও মহানগরীতে এই আইন প্রচলন থাকায় পশুদিগের প্রতি নির্দ্দয় ব্যবহারের পূর্ব্বাপেক্ষা বিস্তর হ্রাস হইয়াছে, কিন্তু মপস্বলের অবস্থা যে কিরূপ শোচনীয় তাহা মপস্বলবাসী সহৃদয় ব্যক্তি মাত্রেই অবগত আছেন।

অশিক্ষিত, নির্দ্দয়, যুবক কৃষক-সন্তানগণ অনেক সময় গবাদি পশুর প্রতি অত্যন্ত নিষ্ঠুর ব্যবহার করিয়া থাকে, পশুদিগের তৎকালীন যন্ত্রণা দর্শন করিলে পাষাণ হৃদয়ও বিগলিত হয়। পশুগণের উভয় চক্ষু হইতে অনিবার বিগলিত-নেত্রবারি দেখিয়া এমন পাষণ্ড কে আছে যে ঔদাসীন্য ভাব অবলম্বন করিতে পারে। দণ্ডবিধি আইনের কথা স্মরণ হইলেই অনেকে স্বীয় অদৃষ্টকে ধিক্কার প্রদান করত সত্বর স্থান পরিত্যাগ করিয়া থাকেন। মহর্ষি কৃষ্ণ দ্বৈপায়নকথিত ইন্দ্র-সুরভি-সংবাদ এস্থলে উদ্ধৃত করা গেল।

"পূর্ব্বকালে একদা দেবলোকে সুরভি রোদন করিতেছিলেন, দেবরাজ তদ্দর্শনে কারুণ্যরস-পরবশ হইয়া জিজ্ঞাসিলেন, হে শুভে! তুমি কি নিমিত্ত রোদন করিতেছ? দেবতা, মনুষ্য ও নাগগণের ত কোন অমঙ্গল ঘটে নাই? সুরভি কহিলেন, হে ত্রিদশ নাথ! ত্রিলোক মধ্যে কুত্রাপি অশুভ ঘটনা দৃষ্ট হই-তেছে না। আমি কেবল পুত্র-দুঃখে নিতান্ত দুঃখিত হইয়া মুক্তকণ্ঠে রোদন করিতেছি। ঐ দেখুন, নির্দ্দয় লোকেরা লাঙ্গলে নিযুক্ত করিয়া কশাঘাত দ্বারা আমার দুর্ব্বল পুত্রদিগকে প্রহার ও সমধিক যন্ত্রণা দিতেছে, দেখিয়া আমি অতি-শয় করুণাবিষ্ট হইয়াছি, আমার মন অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইতেছে। ইহাদিগের মধ্যে একটী মহাবল, এ নিমিত্ত সমধিক ভার বহন করিতে সমর্থ,' দ্বিতীয় অত্যন্ত দুর্ব্বল, কৃশ ও শিরা-ব্যাপ্ত শরীর, সুতরাং অতি কষ্টে অল্প ভার বহন করিতেছে। হে দেবরাজ! দেখুন, কশা দ্বারা পুনঃ পুনঃ আহত হইয়াও ভার বহন করিতে সমর্থ হইতেছে না; এই নিমিত্ত আমি

শোকে অভিভূত ও দুঃখে পীড়িত হইয়া অবিরল বাষ্পাকুল-লোচনে রোদন করিতেছি। ইন্দ্র কহিলেন, হে শোভনে! তোমার আহত সহস্র পুত্রের মধ্যে যদি একটী বিনষ্ট হয়, তাহাতে ক্ষোভ বা পরিতাপের বিষয় কি? সুরভী প্রত্যুত্তর করিলেন, হে শক্র! যদিচ আমার পুত্র সহস্রসংখ্যক, তথাচ তাঁহাদিগের উপর আমার আন্তরিক ভাব একরূপই আছে, কিন্তু তন্মধ্যে যে দীন ও সাধু, আমি তাহাকে সমধিক কৃপা করিয়া থাকি।" মহাভারত।

প্রকৃত প্রস্তাবে জীর্ণ শীর্ণ কলেবর, কৃশ, রোগগ্রস্ত বৃদ্ধ বলীবর্দ্দদিগকে নির্দ্দয়রূপে প্রহার করিতে দেখিলে এমত পাষণ্ড কে আছে যাহার অন্তঃকরণ ব্যথিত না হয়?

কৃষি কার্য্যের প্রধান সহায়ভূত গোজাতি অপকৃষ্ট দশাগ্রস্ত হওয়ায় কৃষি কার্য্যের যে সমূহ ক্ষতি হইতেছে তাহা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি।

মহর্ষি পরাশর বলিয়াছেন যে আটটী গরুর দ্বারা হলচালনা করিলে ধর্ম্মানুসারে কার্য্য

করা হয়, ছয়টী গরুর দ্বারা কৃষি কার্য্য সম্পন্ন করিলে পাপ পুণ্য কিছুই করা হয় না, চারিটী দ্বারা হলচালনায় নৃশংসের কার্য্য করা হয়, দুইটী দ্বারা ভূমি কর্ষণ করিলে বৃষ-ঘাতকের তুল্য পাপভাগী হইতে হয়। ক্ষুধিত, তৃষ্ণাযুক্ত, শ্রান্ত বৃষকে হলচালনার নিমিত্ত হলে সংযোজনা করিবে না। হীনাঙ্গ, ব্যাধিগ্রস্ত, ক্লীব বৃষের দ্বারা কৃষিকার্য্যসম্পাদন করা অবৈধ। স্থিরাঙ্গ, নিরোগী, দৃপ্ত বৃষের দ্বারা দিবসের অর্দ্ধভাগ পর্য্যন্ত কৃষিকার্য্য করিয়া স্নান করিবে।

হলমষ্টগবং ধর্ম্ম্যং ষড় গবং মধ্যমং স্মৃতম্।
চতুর্গবং নৃশংসানাং দ্বিগবং বৃষঘাতিনাম্॥
ক্ষুধিতং তৃষিতং শ্রান্তং বলীবর্দ্দং ন যোজয়েৎ।
হীনাঙ্গং ব্যাধিতং ক্লীবং বৃষং বিপ্রো ন বাহয়েৎ॥
স্থিরাঙ্গং নিরুজং দৃপ্তং বৃষভং ষণ্ড বর্জ্জিতং।
বাহয়েদ্দিবসস্যার্দ্ধং পশ্চাৎ স্নানং সমাচরেৎ॥

ইতি কৃষি পরাশর।

বঙ্গদেশে গো-জাতিই গৃহপালিত পশু মধ্যে প্রধান। বঙ্গীয় কৃষকেরা যদিও অধিক পরিমাণে কৃষিকার্য্যে মহর্ষি পরাশরের ব্যবস্থানুসারে বৃষ-

চালনা করিয়া থাকে, কিন্তু কেহ কেহ দুইটী বা তিনটী বলীবর্দ্দ দ্বারা বহু সময় পর্য্যন্ত ভূমি কর্ষণ করে, এ জন্য বৃষগুলি অতি অল্প কাল মধ্যেই অতিরিক্ত পরিশ্রম জন্য কৃশ,—এমন কি কঙ্কাল মাত্রাবশিষ্ট হইয়া পড়ে। যবনগণ গো-খাদক, এ জন্য অনেক মদমত্ত যবন-কৃষক বৃষগুলিকে অযথা কশাঘাতাদি দ্বারা উৎপীড়ন করিয়া থাকে। অনেক কৃষিজীবীর শরীরে দয়ার লেশ মাত্রও নাই। বিশেষতঃ গোজাতির প্রতি নিষ্ঠুর ব্যবহার করাই যেন ইহাদের পৌরুষ। জীব-ক্লেশ নিবারণের বিধান মপস্বলে প্রচলিত হইলে গৃহপালিত পশুগুলি দীর্ঘজীবী হয়। যে দেশের প্রায় সমস্ত অধিবাসীগণকে পরোক্ষাপরোক্ষ ভাবে গোজাতির সাহায্যে জীবন ধারণ করিতে হয়, সে দেশে গরুর মঙ্গল পক্ষে দৃষ্টি না থাকা কি সাধারণ পরিতাপের বিষয়!

৫ম অধ্যায়।

গোদুগ্ধ এবং তজ্জাত দ্রব্য।

গোদুগ্ধ এবং তজ্জাত দ্রব্য ব্যতীত হিন্দু-দিগের অভীষ্ট দেব দেবীর পূজা ও অর্চ্চনা সমাধা হয় না। গোদুগ্ধ হইতে নবনীত, দধি, তক্র, আমাখ্যা (ছানা) প্রভৃতি অতি উপাদেয়, স্বাস্থ্য, বল ও আয়ু বৃদ্ধিকর দ্রব্য প্রস্তুত হয়। গোদুগ্ধ এবং সেই দুগ্ধজাত ঘৃতই এদেশ বাসী অনেকের নিত্য পানীয়। এরূপ রোগ প্রশামক ও পুষ্টিকর পানীয়ের অভাব নিবন্ধন দুর্ব্বল বঙ্গবাসী দৈনন্দিন আরও দুর্ব্বল হইতেছেন।

দুগ্ধের ন্যায় সুখসেব্য, সুমিষ্ট, বল, আয়ু, ওজঃ ও পুষ্টি বৃদ্ধিকর পানীয় জগতে আর দৃষ্টি গোচর হয় না। অধুনা অনেক বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত মাংসাপেক্ষা দুগ্ধের উপকারিতা নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। গোদুগ্ধের উপরেই হিন্দু মুসলমান প্রভৃতি সকল জাতীয় শিশু সন্তানদিগের সম্পূর্ণ নির্ভর, কারণ ছাগ, গর্দ্দভ,

মেষ, প্রভৃতির দুগ্ধ এ দেশে তাদৃশ প্রচলিত নাই। হিন্দুগণ পান করিবার জন্য মহিষ-দুগ্ধ তাদৃশ ব্যবহার করেন না। অধিকন্তু গোদুগ্ধ ব্যতীত অন্য পশুর দুগ্ধ হব্যকব্যে (ক) প্রদত্ত হয় না। দুগ্ধ কৃচ্ছ্রের সঙ্গে সঙ্গে ভারতবাসী বিশেষতঃ বঙ্গবাসী শিশু সন্তানদিগের দুর্ব্বলতা ক্রমশঃই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে। শিশুদিগের পক্ষে দুগ্ধ যে কিরূপ হিতকর এবং বল ও আয়ুপ্রদ, পাঠকগণ তাহা নিম্ন উদ্ধৃত দুগ্ধের গুণ পাঠেই সবিশেষ পরিজ্ঞাত হইতে পারিবেন।

দুগ্ধের নাম। ক্ষীর, স্তন্য, বালজীবন, পয়ঃ।

গুণ, যথা।—সুমিষ্ট, স্নিগ্ধ, বায়ু-পিত্ত-নাশক। কণ্ঠস্বর জনক, ওজঃ ও বীর্য্য বৃদ্ধি-কর, আয়ুর হিত জনক, মাংস, বল ও মেধা বৃদ্ধিকারক, শুক্রবৃদ্ধি কর। বালক, বৃদ্ধ, ক্ষত, ক্ষীণ এবং স্ত্রী-সম্ভোগ হেতু কৃশদিগের পক্ষে উপকারক। স্তন্য বর্দ্ধক, রক্ত-পিত্ত

(ক) দেব পিতৃ উদ্দেশে বিনিযুক্ত দ্রব্য।

নাশক, জরা নিবারক এবং সমস্ত রোগ নিবারক। (ক)

অতি প্রত্যূষে গাভী দোহন করিলে সে দুগ্ধ গুরুপাক, উদরাধ্মানকারী এবং সহজে জীর্ণ হয় না। এই নিমিত্ত সূর্য্যোদয়ের পর অর্দ্ধ প্রহর কিম্বা এক প্রহর কাল গত হইলে যে গাভী দোহন করা যায়, তাহার দুগ্ধ সুপথ্য, আগ্নেয় এবং লঘুপাক। বাল-বৎসা এবং বিবৎসা গাভীর দুগ্ধ ত্রিদোষ জনক।

বৎসের সহিত এক বর্ণা ধবলি এবং কৃষ্ণা গাভীর; ইক্ষু, মাষকড়াই ও পত্র ভক্ষণকারী গাভীর; এবং উর্দ্ধ শৃঙ্গযুক্ত গাভীর দুগ্ধ পক্ক বা অপক্ক অবস্থায় পান করিলে বিশেষ উপকার হয়। শুক্ল বর্ণা গাভীর দুগ্ধ বায়ু নাশক,

---

(ক) ক্ষীরং স্বাদুরসং স্নিগ্ধং ওজস্যং ধাতুবর্দ্ধনম।
বাত পিত্ত হরং বৃষ্যং শ্লেষ্মলং গুরু শীতলম্॥
গোক্ষীরং জীবনং বল্যং রক্তা পিত্তানিলাপহম্।
আয়ুষ্যং পুংস্তকৃৎ পথ্যং হৃদ্যং মেধ্যং রসায়নম্॥
ইতি স্মৃতি।

কৃষ্ণবর্ণা গাভীর দুগ্ধ পিত্ত নাশক, রক্তবর্ণা-গাভীর দুগ্ধ শ্লেষ্মানাশক, পীত বর্ণা গাভীর দুগ্ধ বায়ুনাশক এবং কপিলা গাভীর দুগ্ধ ত্রিদোষ-নাশক।

যে গাভীর বৎসের বয়ঃক্রম এক বৎসর, তাহার দুগ্ধ ত্রিদোষ নাশক, তৃপ্তি জনক ও বল কারক।

জঙ্গল, অনুপ ও শৈলে যে সমস্ত গাভী বিচরণ করে, আহারীয় বস্তুর গুণে ঐ সকল গাভীর দুগ্ধ গুরুপাক। যে গাভী স্বল্পাহার করে, তাহার দুগ্ধ গুরু ও কফ্ জনক, এবং সুস্থ ব্যক্তির পক্ষে অত্যন্ত বলকারক এবং উপকারী। খড়, তৃণ ও কার্পাসবীজ প্রভৃতি ভক্ষণে যে দুগ্ধ উৎপন্ন হয় তাহা সুপথ্য।

ধারোষ্ণ দুগ্ধ লঘু, শীতল, বল-কারক, দীপন, ত্রিদোষ নাশক এবং অমৃত তুল্য।

গাভী দোহনের পর কিয়ৎ ক্ষণ থাকিয়া যে দুগ্ধ শীতল হয় তাহা বৰ্জ্জনীয়।

সিদ্ধ করা ঈষৎ উষ্ণ দুগ্ধ বাতশ্লেষ্মানাশক, শীতল দুগ্ধ পিত্ত নাশক। দুগ্ধে অৰ্দ্ধেক জল

দিয়া পাকে জল ভাগ নষ্ট করিয়া যে দুগ্ধ অবশিষ্ট থাকে তাঁহা অপক্ক দুগ্ধাপেক্ষা লঘু।

ঘনদুধ স্নিগ্ধ ও বল কারক।

চিনি বা মিছিরি সংযুক্ত দুগ্ধ শুক্রজনক ও ত্রিদোষ নাশক, গুড়ের সহিত দুগ্ধ পান করিলে মূত্র কৃচ্ছ্র রোগ নিবারণ এবং পিত্ত শ্লেষ্মার বৃদ্ধি হয়।

প্রাতঃকালীন দুগ্ধ, বৃষ্য ও অগ্নি বৃদ্ধি কর।

মধ্যাহ্নের, বল কারক ও দীপণ।

রাত্রিকালের দুগ্ধ পথ্য ও বহু দোষ নিবারক। দুগ্ধফেন অত্যন্ত উপকারী। ইহা অতিসার প্রভৃতি অনেক রোগে উপকারী; দুগ্ধ পানে বালকের পুষ্টি ও শরীর বৃদ্ধি, বৃদ্ধের বল ও আয়ু বৃদ্ধি এবং বহু রোগ শান্তি করে।

দুগ্ধ পান অন্তে অশেষ রাখা শাস্ত্র নিষিদ্ধ। রাত্রিকালে দুগ্ধ পান বিধেয় এবং প্রশস্ত। কেহ কেহ এরূপ বলেন যে দুগ্ধের সহিত ভোজ্য দ্রব্য আহার করা অনুচিত।

আক্ষেপের বিষয় এই যে নির্জ্জল দুগ্ধ

এক্ষণে দুষ্প্রাপ্য, সহরের ত কথাই নাই, পল্লী গ্রামেও অধুনা বিশুদ্ধ দুগ্ধ সংগ্রহ করা সুকঠিন। আমরা এমনি ভ্রমান্ধ যে এই মহানিষ্টকর ব্যাপার দৃষ্টি করিলেই দুস্থ গোপদিগকে অযথা তিরস্কার করিয়াই নিশ্চিন্ত হই; কিন্তু কি উপায়ে বিশুদ্ধ দুগ্ধ প্রাপ্ত হওয়া যাইবে, তাহা চিন্তা করি না। পূর্ব্বে দশ-বারটি পয়স্বিনী গাভী থাকিলে এক জন গোপগৃহস্থের স্বচ্ছন্দে দিনপাত হইত, অথচ দুগ্ধের বিকৃতি করিবার আবশ্যক হইত না, আর আজ কাল গোজাতির এতাদৃশ অবসন্ন দশা উপস্থিত হইয়াছে যে, এক্ষণে ২০৷২২টি গাভী প্রতিপালনেও একঘর গোপগৃহস্থের উদরান্নের সংস্থান হয় না। পূর্ব্বে যে গাভী সাত আট সের দুগ্ধ প্রদান করিত এক্ষণে সেই জাতীয় গাভীর বৎসগণ ২৷৩ সের দুগ্ধের অধিক প্রদান করে না। বোধ হয় ইহা-দের বৎসেরা কিয়ৎকাল পরে /১ সের /১৷০ পাঁচপোয়ার অধিক দুগ্ধ প্রদান করিবে না। এ প্রকার অবস্থায় গোপেরা দুগ্ধে বারি মিশ্রিত না করিলে কি উপায়ে লোক-যাত্রা-

নির্ব্বাহ করিবে। পূর্ব্বে পল্লীগ্রামে দুই তিন পয়সায় এক সের অকৃত্রিম দুগ্ধ ক্রয় করিতে পাওয়া যাইত, এক্ষণে দুই আনা মূল্যে বারিমিশ্র দুগ্ধ রূপ শুক্ল পানীয় প্রাপ্ত হইলেই ক্রেতাগণ পরম চরিতার্থ হইয়া থাকেন। এই মহানিষ্ট নিবারণ পক্ষে সাধারণের যত্ন না হইলে, সম্ভবতঃ বাল-শিশুসন্তানগণের পোষণ নিমিত্ত উপায়ান্তর অবলম্বন করিতে হইবে।

সভ্য দেশে কি উপায়ে বিশুদ্ধ দুগ্ধ সংগ্রহ করা হইয়া থাকে, তাহার বিবরণ পাঠ করিলে বিস্ময়াপন্ন হইতে হয়। জার্ম্মণ দেশবাসীরা গব্য বিষয়ে বিস্তর উন্নতিসাধন করিয়াছেন। সেখানে স্থানে স্থানে দুগ্ধসমিতি (Milk association) প্রতিষ্ঠিত আছে। এক একটী দুগ্ধ সমিতিতে অন্যূন ১৫০।১৬০ জন করিয়া গোপসভ্য নির্ব্বাচিত আছেন। প্রত্যেক সভ্যকে আইনানুসারে অন্ততঃ পাঁচটী গাভীর দুগ্ধ যোগান দিতে হয়, যে পরিমাণে দুগ্ধ যোগান দিতে হইবে তাহা পূর্ব্বে স্থির করা হয়। মুখরোগ এবং পদরোগ ব্যতীত অন্য কোন রোগে গাভী রুগ্ন হইলে

সে গরুর দুগ্ধ যোগান দিবার নিয়ম নাই। নব-প্রসূতা গাভীর দুগ্ধ গেঁজ্‌লা ভাঙ্গা পর্য্যন্ত অর্থাৎ পঞ্চদশ দিবস পর্য্যন্ত পৃথক পাত্রে আনয়ন পূর্ব্বক সমিতিতে উপস্থিত করিতে হয়, এরূপ দুগ্ধ আনিতে বিলম্ব হইলে দুগ্ধ স্বামীর অর্থদণ্ড প্রদান করিতে হয়। এতদ্ব্যতীত কৃত্রিম ব্যবহার নিবারনোদ্দেশে দুগ্ধ শকটে চাবি দেওয়া থাকে, যদি গাড়িতে চাবি দেওয়া না হয়, তাহা হইলে দুগ্ধাধার কেনেস্তারা গুলিতে দুইটী চাবি দেওয়া হয়, যাহার দুগ্ধ তাহার নিকট একটী এবং দুগ্ধ ক্রেতার নিকট অপরটি প্রদত্ত হইয়া থাকে। দুগ্ধবাহকের নিকট চাবি থাকে না। শীতঋতুতে পাছে শীতাধিক্য প্রযুক্ত দুগ্ধ বিনষ্ট হইয়া যায়, এ জন্য কেনেস্তারা গুলিকে তৃণাচ্ছাদনে আবৃত করা হয় এবং গ্রীষ্মতাপ নিবারণ জন্য কেনেস্তারা গুলি আর্দ্র বসন দ্বারা আবৃত করা হইয়া থাকে। দুগ্ধবাহী শকটে স্প্রিং থাকে, নহিলে সতত উচ্ছলিত হইয়া দুগ্ধের সারভাগ অর্থাৎ মাখন উঠিয়া যাইতে পারে। দুগ্ধে শতকরা

১০ ভাগ নবনীত না থাকিলে তাহা বিশুদ্ধ দুগ্ধ বলিয়া পরিগণিত হয় না এবং তদনুসারে তাহার মূল্যের হ্রাস হইয়া থাকে। দুগ্ধ পরীক্ষা জন্য বিবিধ যান্ত্রিক সাহায্য গৃহীত হয়। জার্ম্মণ দেশীয় দুগ্ধসমিতিগুলি প্রকৃত প্রস্তাবে এক একটী গব্যের কারখানা। মধ্যে মধ্যে সরকারি দুগ্ধ তত্ত্বাবধায়কগণ সেখানে আগমন করিয়া দুগ্ধ পরীক্ষা করেন, ফলতঃ যাহাতে গব্য ব্যবসায়ের কোনরূপ ব্যাঘাৎ না হয়, তৎপক্ষে জার্ম্মণিতে নানা প্রকার সুব্যবস্থা বিধিবদ্ধ আছে।

আমাদের দেশে দুগ্ধ সংগ্রহ জন্য যদিও রাজবিধির আবশ্যকতা নাই, কিন্তু যাহাতে দেশের ধন বৃদ্ধি, নিজের অর্থ, বল, ও আয়ুবৃদ্ধি, সন্তান সন্ততিগণের স্বাস্থ্যরক্ষা হইতে পারে এরূপ হিতসাধনে কোন সম্প্রদায়ের লোকেরই ঔদাসীন্য প্রদর্শন করা কোন মতে যুক্তিসিদ্ধ নহে। এরূপ আবশ্যকীয় ব্যাপারে সকলেরই প্রবৃত্ত হওয়া বিশেষ প্রার্থনীয় এবং কর্ত্তব্য। বর্ত্তমানাবস্থায় বঙ্গে সুরার বহুল

প্রচার নিবন্ধন দুগ্ধ-বিদ্বেষ বৃদ্ধি পাইতেছে, ধনী সম্প্রদায়ের মধ্যে অনেকে দুগ্ধ পানে বিরত। বঙ্গ যুবকদিগের চক্ষু ও মস্তিষ্কের পীড়া প্রভৃতি যে ইহার পরোক্ষ ফল, এরূপ অনেক বিজ্ঞ চিকিৎসকে নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। কেহ কেহ এরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে গোমাংসের বহুল প্রচলন জন্য গোরসের মধুরতা হ্রাস হইতেছে। যদি বাস্তবিক তাহাই ঘটিয়া থাকে তাহা হইলে হিন্দুদিগের ঐহিক পারত্রিক সমস্ত মঙ্গলের ভাবী আশা এককালীন লোপ হইয়াছে বলিয়াই উপলব্ধি হয়। বিশুদ্ধ গব্য দুগ্ধ সংগ্রহ করা প্রায় ব্যাঘ্র দুগ্ধ সংগ্রহের ন্যায় ঘটিয়া উঠিয়াছে। বিস্তর পর্য্যটন ব্যতীত অকৃত্রিম দুগ্ধ একরূপ পাওয়া দুঃসাধ্য বলিলেও বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না।

সরের নাম সন্তালিকা। তাহার গুণ; গুরু, বৃষ্য, স্নিগ্ধ, বলকারক, শুক্রোৎপাদক ও রক্ত পিত্তনাশক।

দধি।

দধির গুণ স্নিগ্ধ, শীতল, উত্তেজক, বল

ক্ষারক, অরুচি ও বায়ু-রোগ নিবারক এবং ধারক। হিন্দু দেব দেবী পূজার প্রধান উপকরণ।

রাত্রি কালে দধি ভোজন করা অবিধি, যদি ভোজন করিতে হয়, তাহা হইলে মধু ও আমলকির সহিত ভোজন করা উচিত। কেহ কেহ বলেন জল ও ঘৃত সংযুক্ত দধি ভোজন দোষাবহ নহে। হেমন্ত, শীত ও বর্ষাকালে দধি ভোজন প্রশস্ত। শরৎ, গ্রীষ্ম ও বসন্ত কালে দধি ভোজন নিষিদ্ধ।

তক্র।

তক্র—ঘোল, মথিত, উদশ্চিৎ, গোরসজ, কালসেয়, বিলোড়িত, দ্রব্য, অম্ল দণ্ডাহত এবং অরিষ্ট।

তক্রসেবী ব্যক্তি কখন ব্যথিত হয় না, তক্র সেবনে রোগ সকল প্রবল হইতে পারে না। অমৃত যেরূপ দেবতাগণের সুখজনক, তক্রও মনুষ্যদিগের সেইরূপ উপকারী (ক)।

(ক) ন তক্রসেবী ব্যথিত কদাচিন্নতক্রদগ্ধাঃ প্রভবন্তি রোগাঃ।
যথা সুরাণামমৃতং সুখায়, তথা নরাণাং ভুবিত ক্রমাহুঃ ॥

তক্রের গুণ। পথ্য, লঘু, বায়ু-নাশক, মেহ, গুল্ম, অতিসার, শূল, প্লীহা, অরুচি প্রভৃতি রোগে উপকারী।

নবনীত।

নবনীত—মাখন্ ইতিভাষা।—নবোদ্ধৃত,—সরজ, মন্থজ, হৈয়ঙ্গবীন, দধিজ, সার।

নবনীতের গুণ।—সুমধুর, শীতল, বৃষ্য, কফ্ ও রুচিকর, আগ্নেয়, বাত, রক্ত, পিত্ত, ক্ষয়, অর্শ, অর্দ্দিত ও কাস রোগে বিশেষ উপকারক। নবনীত বালক ও বৃদ্ধের পক্ষে অত্যন্ত উপকারী; বিশেষতঃ শিশুর পক্ষে অমৃত সদৃশ। (ক)

ডেন্‌মার্কের নবনীত পৃথিবীর মধ্যে সুমধুর। মার্কিন দেশেও এতাধিক নবনীত উৎপন্ন হয় যে প্রত্যহ পর্ব্বত পরিমাণ নবনীত উৎপন্ন হইয়া দেশবিদেশে বিক্রয়ার্থ প্রেরিত হইয়া থাকে। ওলন্দাজ (Dutch) দিগের

(ক) সংগ্রাহি বাতপিত্তাস্‌ক্ ক্ষয়ার্শোঽর্দ্দিতকাসহৃৎ।
তদ্ধিতং বালকে বৃদ্ধে বিশেষাদমৃতং শিশোঃ॥
রাজার অভিধান।

উৎপাদিত পনীর নিতান্ত মন্দ নহে। এতদ্ব্যতীত সভ্য ইউরোপ ও আমেরিকা দেশের প্রায় সর্ব্বত্রই দেশীয় উৎপন্ন নবনীত প্রাপ্ত হওয়া যায়। রাসায়নিক প্রক্রিয়া দ্বারা বহুদিবস পর্য্যন্ত নবনীত অবিকৃত অবস্থায় রক্ষা করা যায়, এজন্য এক দেশ হইতে অনায়াসেই ভিন্ন দেশে নবনীত প্রেরিত হইয়া থাকে এবং শেষোক্ত দেশবাসীরা আহারকালে তাহাতে দুর্গন্ধ বা বিস্বাদ অনুভব করিতে পারেন না। আমাদের দেশে আজ্‌কাল নবনীত প্রাপ্ত হওয়া দুর্ঘট হইয়াছে।

ঘৃত।

ঘৃত।—আজ্য, হবিঃ ও সর্পি। ঘৃতেরগুণ। চক্ষের বিশেষ উপকারক, মনজ্ঞ, বুদ্ধি, কান্তি, স্মৃতি, বল, ওজঃ, ও মেধা বৃদ্ধিকর। স্বাদুঃপাক, শীতল ও ত্রিদোষনাশক। বয়ঃ স্থাপক, গুরু, আয়ুষ্য, এবং রোচক। গব্যঘৃত সকল ঘৃত অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। পুরাতন ঘৃত ব্যবহারে মূর্চ্ছা, কুষ্ঠ, উন্মাদ, অপস্মার ও ভ্রম রোগ নষ্ট হয়।

ঘৃত মানবের একটি সুখসেব্য, সুস্বাদু অত্যাবশ্যকীয় খাদ্য মধ্যে পরিগণিত। উত্তম আহারীয় দ্রব্য প্রস্তুত করিতে হইলেই ঘৃতের প্রয়োজন হয়। আমাদের দেশের অধিকাংশ উৎকৃষ্ট মিষ্টান্ন ঘৃত ভিন্ন প্রস্তুত করা যায় না। এসমস্ত কারণে পরমশ্রদ্ধেয় আর্য্য কুল-ভূষণ আর্য্য মুনিঋষিগণ ব্যবস্থা দিয়াছেন যে "ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পীবেৎ"। ঋণ করিয়াও ঘৃত পান করিবে। এরূপ হিতকারী, উপাদেয়, স্বাস্থ্য, আয়ু, ও বলপ্রদ পানীয়ের অসদ্ভাবের বিষয় আমরা চিন্তা করি না, অথচ প্রায় নিত্যই উহা অন্ন ব্যঞ্জনের সহিত ভক্ষণ করিয়া পরি-তৃপ্ত হই।

ঘৃত ভারতে একটী প্রধান বাণিজ্যদ্রব্য মধ্যে পরিগণিত। ঘৃতের অন্তর্ব্বাণিজ্য ভারত-ময় পূর্ব্বাপর হইয়া আসিতেছে, যাহাতে উক্ত বাণিজ্য অপেক্ষাকৃত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, তৎপক্ষে সকলেরই যত্ন প্রদর্শন করা বিশেষ কর্ত্তব্য। নিশ্চিন্ত হইয়া পরিতোষ পূর্ব্বক ঘৃত ভোজনে কালক্ষেপ না করিয়া, কি উপায়ে সমধিক ঘৃত

উৎপন্ন করা যায়, তাহার জন্য শ্রম ও অর্থব্যয় করিলে, ঘৃত ব্যবসায় ক্রমশঃই বিস্তীর্ণ হইতে পারে; এবং ঘৃত ভোজনেরও বিশেষ সুবিধা হয়। অধুনা আমাদের দেশের এতাদৃশ দুরবস্থা ঘটিয়াছে যে মহিষ ঘৃত না থাকিলে বোধ হয় ঘৃতের আস্বাদন অনেকেই বিস্মৃত হইয়া যাইতেন। কলিকাতার প্রসিদ্ধ মহিষ-ঘৃতের-মহাজন সখিলাল দ্বারা যে পরিমাণ ঘৃত আমদানী হইতেছে, যদি আর দুই চারি জন মহাজন ঐরূপ ঘৃত আমদানী করিতে সযত্ন হয়েন, তাহা হইলে ঘৃতের মূল্য অপেক্ষাকৃত অনেক সুলভ হইবার সম্ভাবনা।

উৎকৃষ্ট গব্য ঘৃত আজ কাল সকল স্থানে সকল সময়ে প্রাপ্ত হওয়া সুকঠিন, এক মহিষ ঘৃতের উপর আমাদের নির্ভর। মাহিষ ঘৃত ইষ্ট পূজায় ব্যবহার্য্য নহে। বিশেষতঃ হোমাদির আবশ্যক হইলে অকৃত্রিম গব্যঘৃত সংগ্রহ করা দুষ্কর হইয়া পড়িয়াছে। সভ্য ইউরোপ ও আমেরিকা দেশে গব্যদুগ্ধজাত দ্রব্যের বাণিজ্য ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাইতেছে, আর দুর্ভাগ্য বশতঃ

আমাদের দেশে ঐ বাণিজ্যটীর দিন দিন নিতান্ত শোচনীয় দশা ঘটিতেছে।

সম্প্রতি অষ্ট্রেলিয়া দ্বীপে গব্যঘৃত প্রস্তুত-প্রণালী শিক্ষা প্রদান জন্য ভারতবর্ষ হইতে কতকগুলি গোপ প্রেরিত হইয়াছে এবং শ্রুত হওয়া যায়, অচির কাল মধ্যেই জাহাজ যোগে উক্ত দ্বীপ হইতে ঘৃত এ দেশে বিক্রয়ার্থ আমদানী হইবে। তখন অম্লান বদনে সুলভ মূল্যের ঘৃত পান দ্বারা ভারত সন্তানগণ পরিতুষ্ট হইবেন। আমাদের সমবেত চেষ্টা, যত্ন, ব্যয় ও শ্রমে এ দেশে যে বিস্তর ঘৃত উৎপন্ন হইতে পারে, তাহা সাধারণেই বিশেষ রূপ জ্ঞাত আছেন; কিন্তু কাহারও যত্ন নাই, সুতরাং সে জ্ঞান বা বিশ্বাসে কোন লাভ নাই।

গোময় গোমূত্র।

গোময়—গোবিষ্ঠা, পুরীষ।

গোময় ব্যতীত হিন্দুদিগের উচ্ছিষ্ট বিশোধিত হয় না। হিন্দু আচার ব্যবহার অনুযায়ী সংসার ধর্ম্ম পালন করিতে হইলে আহার স্থান পূর্ব্বে গোময় এবং বারি দ্বারা বিশোধন

করিতে হয়। হিন্দু ও ভারতীয় মুসলমানদি-
গের অধিকাংশই মৃত্তিকা নির্ম্মিত গৃহগুলি
প্রত্যহ প্রাতে গোময় ও মৃত্তিকা মিশ্রিত বারি
দ্বারা লেপন করিয়া থাকেন। গোময় দ্বারা
গৃহের দূষিত বাষ্প বিশুদ্ধ হয় এবং দুর্গন্ধ
দূর হয়, এই জন্যই প্রাচীন মনীষী আর্য্য মুনি
ঋষিগণ গোময়ের এতাদৃশ গৌরব বৃদ্ধি করি-
য়াছেন এবং বহু কালের অভ্যাস বশতঃ
গোময় ব্যবহারে হিন্দু সন্তানগণের হৃদয়ে
ঘৃণার লেশমাত্র উপস্থিত হয় না। গোময় দ্বারা
ভূমির উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধি পায়, এজন্য
গৃহস্থ মাত্রেই গোময় সযতনে রক্ষা করিয়া
প্রতি বৎসর গোময় মিশ্র মৃত্তিকা স্বীয় উদ্যান
বা ক্ষেত্রে প্রদান করিয়া থাকেন। ঐ গলিত
গোময় মিশ্র মৃত্তিকা অর্থাৎ সার দ্বারা ভূমির
উৎপাদিকা শক্তি অত্যন্ত বৃদ্ধি পায় এবং
ক্ষেত্রস্থ শস্যাদি সতেজ হয়।

গোময় দ্বারা করীষ (ঘুঁটে) প্রস্তুত হয়,
উহার অগ্নি অত্যন্ত তেজ বিশিষ্ট এবং রৌদ্র
শুষ্ক করীষ সহজেই প্রজ্জ্বলিত হয়; করীষ

ধূমে দূষিত বাষ্প নষ্ট করিয়া থাকে। প্রত্যহ সায়াহ্নে গৃহস্থবাটীতে করীষ ধূম ও অগ্নি প্রজ্ব-লিত করায় বঙ্গবাসীর স্বাস্থ্য বৃদ্ধি পায় এবং সংক্রামক বা স্পর্শাক্রামক রোগাক্রমণ করিতে পারে না। করীষ অগ্নি প্রস্তুত করিয়া দেশীয় চিকিৎসক বৃন্দ স্বর্ণ রৌপ্যাদি খনিজ ধাতব পদার্থ গুলি দগ্ধ করিয়া (পোড়াইয়া) ঔষধে ব্যবহারোপযোগী করিয়া লয়েন, খনিজ দ্রব্য অন্য অগ্নিতে সম্যক বিশোধিত হয় না, এ জন্য আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসকেরা করীষের বিশেষ আদর করিয়া থাকেন। পর্ণ কুটীর বাসী গৃহস্থ-গণের কাষ্ঠাভাব হইলে করীষ দ্বারা পাকাদি অত্যাবশ্যকীয় সাংসারিক কার্য্য সম্পাদন করে। অনেকে আবার করীষদ্বারা রাত্রিকালে অগ্নিরক্ষা করিয়া শীত হইতে শারীরিক সন্তাপ রক্ষা করে এবং করীষাগ্নি দ্বারা তাম্রকূট ধূম পান করে। করীষ ভস্ম দ্বারা দন্ত রোগাদির বিশেষ উপকার হয়।

গো-মূত্র।

সর্ব্বপ্রাণীর মূত্রাপেক্ষা গোমূত্রের গুণ

অধিক। আয়ুর্ব্বেদে গোমূত্রের বিস্তর গুণ বর্ণন আছে, তন্মধ্যে কিয়দংশ এস্থলে উদ্ধৃত করা গেল। গোমূত্র ;—কষায়, তিক্ত ও উষ্ণ। গোমূত্র সেবনে প্লীহা, উদররোগ স্বাস-কাস, সোথ, মলরোধ, শূল, গুল্ম, ও পাণ্ডু রোগ উপশমিত হয়। গোমূত্র কর্ণে প্রদান করিলে কর্ণ রোগ নিরাময় হয়।

গবাদির মৃতদেহের অস্থিচূর্ণ উত্তম সার। ইহা বহুল রূপ প্রচলন হইলে দেশের বিস্তর উপকার হয়।

গোচর্ম্ম অত্যন্ত কঠিন, গোচর্ম্মের ব্যবসায়ে বিস্তর লোকে জীবন যাপন করিতেছে।

৬ষ্ঠ অধ্যায়।

গোহত্যাকারী এবং গোখাদকদিগের পাপ।

আর্য্য ভূমি ভারতে গোখাদকদিগের সংখ্যা দিন দিন এতাধিক বৃদ্ধি পাইতেছে যে তাহার প্রতিবিধানের কোনরূপ উপায় অবলম্বন করা

ভারতবাসী বিশেষতঃ হিন্দু মাত্রেরই একান্ত আবশ্যক হইয়াছে।

আর্য্যধর্ম্ম শাস্ত্রে যে ধেনুকে গৃহলক্ষ্মী বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে, যে গাভীর দুগ্ধ আহারে আমরা শৈশব, বাল্য, কিশোর ও প্রৌঢ় কাল স্বচ্ছন্দে, পরম সুখে অতিবাহিত করিয়া অধুনা বার্দ্ধক্য অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছি, অদ্যাপিও যে গোদুগ্ধ আমাদের জীবন, স্বাস্থ্য ও বল রক্ষার একমাত্র উপায়, সেই পরম উপকারী গো-জাতির দৈনন্দিনহত্যার বিষয় কর্ণে শ্রবণ করিতেছি, এমন কি, সময় সময় স্বচক্ষে দর্শন করিতে হয়, কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে কেহই এই হত্যা নিবারণের কোনরূপ উপায় উদ্ভাবনে যত্নবান না হইয়া বৃথা আনন্দে সময়ক্ষেপ করিতেছেন। হিন্দু মাত্রের সমবেত চেষ্টা ব্যতীত গোহত্যা নিবারণের উপায়ান্তর নাই।

মন্বাদি প্রাচীন ধর্ম্ম শাস্ত্রে যদি হিন্দুদিগের অদ্যাপি কিছু মাত্র ভক্তি থাকে, তাহা হইলে অবশ্যই এই মহানর্থকারী, পাপজনক ও অহিতকর কার্য্য যাহাতে নিবারিত হয়, তজ্জন্য

হিন্দুনামধারী ব্যক্তি মাত্রেরই চেষ্টা ও যত্ন করা যে অবশ্য কর্ত্তব্য, তদ্বিষয়ে বিন্দু মাত্র সংশয় নাই। যদি ধর্ম্ম শাস্ত্রে বিশ্বাস নাই থাকে, তাহা হইলেও এরূপ উপকারী পশুর মাংস ভক্ষণ না করিয়া, ছাগ, মেষ, বরাহ প্রভৃতি পশু ও হংস, সারস প্রভৃতি বহুবিধ পক্ষীর মাংস ভক্ষণ করিলে কি রসনা পরিতৃপ্ত হয় না? না উদর পরিপূর্ণ হয় না? গোমাংসের এতই কি অসাধারণ আস্বাদ যে হিন্দুদিগের অভীষ্ট দেবী, গৃহ-লক্ষ্মী-স্বরূপা গাভী বংশের শোণিত ও মাংস ব্যতীত গোখাদকদিগের পরিতোষ জন্মে না।

ভারতবর্ষস্থ অন্য স্থানের কথা দূরে থাকুক, বঙ্গে গোখাদকের সংখ্যা দিন দিন এত বৃদ্ধি পাইতেছে, যে অচিরকাল মধ্যে গোহত্যা নিবারণের কোনরূপ উপায় না করিলে, গোবংশ ধ্বংস হইবে, তৎপক্ষে সন্দেহ নাই। হিন্দুদিগের পক্ষে গোমাংস ভক্ষণ করা একটি মহাপাপ, যে গোজাতি আমাদের উপাদেয় পানীয় ও আহার্য্য দ্রব্য উৎপাদনের একমাত্র

উপায়, আমরা জন্ম গ্রহণ করিয়াই, যে গো-জাতির সাহায্য ব্যতীত জীবন ধারণ করিতে পারি না, সেই গোজাতির হত্যা দ্বারা উদর পরিপূর্ণ করা যে একটী মহাপাপ, তাহা কে অস্বীকার করিতে পারেন? সেই জন্যই হিন্দুধর্ম্ম-শাস্ত্র গোমাংস ভক্ষণের বহুবিধ কঠিন প্রায়শ্চিত্ত বিধান করিয়াছেন। সাধারণতঃ লোভ-পরবশ হইয়া ভক্ষণের জন্য জীবহিংসা করিলে সেই ভক্ষিত জীবের মর্জ্জা-পরিপূরিত- স্থানে হন্তা লক্ষ বর্ষ বাস করিয়া থাকে। কি ভয়াবহ শাস্তি! এবং সেই ব্যক্তি সপ্তজন্ম শশক এবং মীনরূপে জন্ম পরিগ্রহ করিয়া অবশেষে তৃণ-ছেদনাদি কর্ম্ম দ্বারা মুক্তিলাভ করিয়া থাকে। (ক) এতাধিক বর্ণনা না করিয়া সামান্যতঃ তৃষ্ণাভিভূত হইয়া জলপান জন্য ধাবিত গো সকলকে

(ক) লোভাৎ স্বভক্ষণার্থায় জীবীনং হন্তি যো নরঃ।
মর্জ্জাকুণ্ডে বসেৎ স্যোপি তদ্ভোগী লক্ষ বর্ষকঃ॥
ততো ভবেৎ শশকো মীনশ্চ সপ্ত জন্মসু।
তৃণাদয়শ্চ কর্ম্মভ্য স্তত শুদ্ধিং লভেৎ ধ্রুবম্॥
ইতি ব্রহ্মবৈবর্ত্তে, প্রকৃতি খণ্ডে ২৭ অধ্যায়।

যে বাধা দেয়, তাহার কি পাপ হয় দেখা যাউক। কি ভয়ানক কথা! তৃষ্ণাভিভূত এবং পান জন্য ধাবিত গো সকলকে যে ব্যক্তি বাধা প্রদান করে, সে ব্রহ্মহত্যার পাপভাগী হয়। (ক)

ত্রিলোকমাতা গোজাতির হত্যারূপ পাপ-পঙ্কে গোহত্যাকারীদিগের আত্মা কলঙ্কিত হইতেছে, নৃশংসেরা তাহা একবার ভ্রমেও চিন্তা করে না। হিন্দু ধর্ম্মশাস্ত্রে গোহত্যার যে সমস্ত প্রায়শ্চিত্ত-বিধান রহিয়াছে, তাহা এস্থলে সম্যক্ উদ্ধৃত করিতে গেলে পুস্তকের কলেবর অত্যন্ত বর্দ্ধিত হইয়া পড়ে, এজন্য সংক্ষেপে কিয়ৎ পরিমাণে উদ্ধৃত করা গেল। যে ব্যক্তি কাষ্ঠ, লোষ্ট্র ও শিলাদি নিক্ষেপ দ্বারা গোহত্যা করে, তাহার কৃচ্ছ্র চান্দ্রা-য়ণ ব্রত পালন করিতে হয়। মারিতে ইচ্ছা করিলে প্রাজাপত্য চান্দ্রায়ণ করিতে হয় এবং লৌহ দণ্ডাদি দ্বারা গোহত্যা করিলে অতি

(ক) গবাং তৃষ্ণাভিভূতানাং পানার্থ মভিধাবতাং।
অন্তরায়ো ভবেৎ যস্তু সভবেৎ ব্রহ্মঘাতকঃ॥
ইতি কর্ম্মলোচন।

কৃচ্ছ্র চান্দ্রায়ণ করিতে হয়। (ক) যে ব্যক্তি গরুর অস্থি-ভঙ্গ লাঙ্গুল-ছেদন কিম্বা কর্ণ ও শৃঙ্গ উৎপাটন করে তাহাকে অর্দ্ধ মাস গোমূত্র-সিদ্ধ যবরস পান করিতে হয়। (খ)

গরুর কর্ণ ও লাঙ্গুল-ছেদন এবং অস্থিভঙ্গ করিলে ব্রাহ্মণাদি চারি জাতিরই প্রাজাপত্য ব্রত অবলম্বন করা বিধেয়। (গ)

জ্ঞানকৃত গোবধ করিলে চারি প্রকার কৃচ্ছ্র সাধ্য ব্রত অবলম্বন করিতে হয়, অজ্ঞানকৃত পাপে দুই প্রকার এবং বালক ও বৃদ্ধের উভয় পাপেই অর্দ্ধেক। (ঘ)

(ক) কাষ্ঠ লোষ্ট্র শিলা গোঘ্নঃ কৃচ্ছ্রাং চান্দ্রায়ণং চরেৎ।
প্রাজাপত্যং চরেণ্মৃৎস্যু অতি কৃচ্ছ্রন্তু আয়সৈঃ ॥
ইতি অত্রিসংহিতা।

(খ) অস্থিভঙ্গং গবাং কৃত্বা লাঙ্গুলচ্ছেদনং তথা।
পাটনে কর্ণ শৃঙ্গানাং মাসার্দ্ধান্তু যবান পীচেৎ ॥
ইতি স্মৃতি সাগরে গোভিল।

(গ) কর্ণ লাঙ্গুলয়োচ্ছেদ মস্থিভঙ্গং বিধায়চ।
প্রাজাপত্যং ব্রতং কুর্য্যুশ্চত্তার ব্রাহ্মণাদয় ॥
ইতি বৃহস্পতি।

(ঘ) কৃচ্ছ্রাংস্তু চতুর কুর্য্যাৎ গোবধে বুদ্ধিপূর্ব্বকে।
অমত্যাত্তু দ্বয়ং কুর্য্যাৎ তদর্দ্ধং বালবৃদ্ধয়ো ॥
ইতি বিশ্বামিত্র।

যে ব্যক্তি ইচ্ছা বা অনিচ্ছা পূর্ব্বকই হউক গোবধ করিবে তাহার মহাপাতক হইবে। সেই মহাপাতক দুই প্রকার; এবং পাত্রভেদে তাহার নিষ্কৃতির দুই প্রকার উপায়ের উল্লেখ আছে। (ক)

গোহত্যাকারী এক মাস কাল পঞ্চগব্য ভক্ষণ করিয়া সংযত হইবে, গোষ্ঠে শয়ন, গো-পশ্চাতে গমন করিবে ও গো দান দ্বারা শুদ্ধ হইবে, অথবা বিশুদ্ধ ভাবে কৃচ্ছ্র কিম্বা অতি কৃচ্ছ্র ব্রতাচরণ করিবে এবং তিন রাত্রি উপবাস করিয়া বৃষভের সহিত একাদশ ধেনু দান করিবে। এই প্রকার চান্দ্রায়ণ দ্বারা গোপাতক হইতে শুদ্ধ হয়, অথবা এক মাস কাল পয়ঃপান করিয়া শুদ্ধ হইবে, কিম্বা পারাক ব্রত করিবে। (খ)

(ক) কামাকাম কৃতং চৈবং মহাপাপং দ্বিধামতং।
পুরুষাপেক্ষয়াচৈব নিষ্কৃতি দ্বিবিধা স্মৃতা॥

ইতি বৃহস্পতি।

(খ) পঞ্চ গোব্যং পিবেদ গোঘ্নঃ মাস মাসীত সংযতঃ।
গোষ্ঠে শয়ো গোহনুগামী গো প্রদানেন শুদ্ধতি॥
কৃচ্ছ্রং চৈবাতি কৃচ্ছ্রঞ্চরেদ্বাপি সমাহিতঃ।
দদ্যাৎ ত্রিরাত্রং বো পোষ্য বৃষভৈকাদশাস্তু গবাঃ।

উপপাতক সংযুক্তা গোহত্যাকারী এক মাস কাল যবরস পান করিবে। মস্তক মুণ্ডন করিয়া হত গোর চর্ম্ম পরিধান করিয়া এবং তাহা দ্বারা সম্পূর্ণরূপে আচ্ছাদিত হইয়া তিন মাস গোষ্ঠে বাস করিবে। দিবসের চতুর্থ প্রহরে অক্ষার লবণ ভক্ষণ করিবে। দুই মাস সংযত হইয়া গোমূত্র দ্বারা প্রত্যহ স্নান করিবে। দিবা ভাগে সেই গাভীর অনুগমন করিবে, উর্দ্ধে অবস্থান করিয়া রজঃপান করিবে। রাত্রিতে গাভীর শুশ্রূষা করিয়া নমস্কার পূর্ব্বক বীরাসনে উপবেশন করিবে। (ক) অহঙ্কারশূন্য হইয়া

উপপাতক শুদ্ধিঃ স্যাদেবঞ্চন্দ্রায়ণে বা।
পয়োসা বাপি মাসেন পরাকে নাথ বা পুনঃ॥

(ক) উপপাতক সংযুক্তো গোঘ্নো মাসং যবান পিবেৎ।
কৃত বাপো বসেদ্গোষ্ঠে চর্ম্মণা তেন সংবৃতঃ॥
চতুর্থ কালমশ্নীয়াদক্ষারলবণং মিতম্।
গোমূত্রেনচরেৎ স্নানং দ্বৌমাসৌ নিয়তেন্দ্রিয়ঃ॥
দিবানুগচ্ছেত্তাগাস্ত তিষ্ঠনূর্দ্ধং রজঃপিবেৎ।
শুশ্রূষিত্বা নমস্কৃত্বা রাত্রৌ বীরাসনং বসেৎ॥
তিষ্ঠন্তিষ্ঠেত্তু তিষ্ঠেত্তু ব্রজন্তিষ্ঠপানুব্রজেৎ।
আসীনাসু তথাসীনো নিয়তো বীত মৎসরঃ।

ইতি মনু।

গাভী উপবেশন করিলে উপবেশন করিবে, গমন করিলে গমন করিবে এবং দণ্ডায়মান হইলে দণ্ডায়মান হইবে। কি ভয়ানক শাসন !

শাস্ত্র-শাসন মান্য না করিলেও যুক্তি অনুসারে এরূপ আবশ্যকীয়, হিতৈষী, হিন্দুর এক মাত্র অবলম্বন স্বরূপ গ্রাম্য নিরীহ পশুগুলিকে হত্যা করায় দেশের আভ্যন্তরিন অবস্থা ক্রমে যে কত শোচনীয় হইতেছে, তাহা চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রেই বিশদ রূপে অবগত আছেন।

গোমাংস ভক্ষণ বর্ত্তমান কলিকালে শাস্ত্র সম্মত নহে, তাহার ভূরিঃ ভূরিঃ প্রমাণ দেদীপ্যমান রহিয়াছে। সে সমস্ত শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া পুস্তকের কলেবর বৃদ্ধি করা গেল না। আয়ুর্ব্বেদেও গোমাংস অপথ্য, গুরুপাক বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। ভারতবর্ষ উষ্ণ প্রধান দেশ, গোমাংসও অতিশয় উষ্ণ, গুরুপাক এবং কফপিত্ত বৃদ্ধি কর, এই সমস্ত কারণেই ভারত বাসীর পক্ষে উহা ভক্ষণের ব্যবস্থা নাই। অধিকন্তু দুর্ব্বল বঙ্গবাসী হিন্দু কুলাঙ্গারেরা কেন যে গোমাংসাস্বাদনে ব্যাকুল

হয়, তাহার প্রকৃত কারণ স্থির করা সহজ ব্যাপার নহে। এরূপ শাস্ত্র নিষিদ্ধ, যুক্তি বিরুদ্ধ, অস্বাস্থ্যকর, আয়ুর্ব্বেদ-শাস্ত্রের নিষিদ্ধ দ্রব্য ভক্ষণেও যে মূঢ়, নৃশংস, হিন্দুনামের কলঙ্কস্বরূপ ব্যক্তিদিগের প্রবৃত্তি হয়, ইহা কি সাধারণ ক্ষোভের বিষয়! গোহত্যাকারী ও গোখাদকদিগকে প্রায় কুষ্ঠ রোগাক্রান্ত হইতে দেখিয়াও কিরূপে এই অহিতকর, নিন্দনীয়, পাপজনক শাস্ত্র ও ধর্ম্ম বিগর্হিত কার্য্যে স্পৃহা হয়, তাহা কে বলিতে পারে। আমরা স্বচক্ষে জনেক গোহত্যাকারীকে গলিত কুষ্ঠরোগগ্রস্ত হইতে দর্শন করিয়াছি। এরূপ উৎকটরোগ উপস্থিত হইবার আশঙ্কা স্বত্ত্বেও মহাপাতকীরা লোভ পরবশ হইয়া এই নিন্দনীয় পাপজনক কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়, দেখিয়া ও সমাজের হিতৈষী ব্যক্তিবর্গের ঔদাসিন্য প্রদর্শন করা কখন যুক্তি সঙ্গত নহে।

৭প্তম অধ্যায়।

গোহত্যা নিবারণোপায়।

রাজ বিধির দ্বারা গোহত্যা নিবারণ হইবে না ভাবিয়া হিন্দু সন্তানগণ এই মহাপাপকর, ঘৃণিত, শাস্ত্র নিষিদ্ধ ব্যাপার প্রত্যক্ষ ও কর্ণে শ্রবণ করিয়াও ইহার প্রতিবিধান জন্য কোন রূপ উপায় উদ্ভাবন করিতেছেন না। ইহা অতিশয় বিস্ময়-জনক। জনসংখ্যার বিবরণ পাঠে জ্ঞাত হওয়া যায় যে ভারতে হিন্দু অধিবাসীর সংখ্যা অন্যান্য জাতির সংখ্যা হইতে অনেক অধিক। আর্য্য সন্তানগণের সমবেত চেষ্টা ও যত্ন থাকিলে অবশ্যই এই মহানর্থকর পাপজনক ক্রিয়া এত দিনে সম্পূর্ণরূপে নিবারিত না হউক, অনেকাংশে হত্যার সংখ্যা হ্রাস হইত, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। আজীবন চেষ্টা, যত্ন, শ্রম ও অর্থব্যয় করিয়াও যদি একটী গোহত্যা নিবারণ হয়, তাহাও শ্রেয়ঃ ও মঙ্গলদায়ক। অনেক মুসলমান এরূপ শান্তপ্রকৃতি

ও বিজ্ঞ, যাহাদিগকে এই অহিতকর, সমাজ বিরুদ্ধ মহানিষ্টকর, গোহত্যা করিতে দেখা যায় না, বরং এরূপ অবৈধ্য কার্য্যে নিবৃত্ত হইতেই সাধারণকে উপদেশ প্রদান করিয়া থাকেন। মুসলমানেরা, কুক্কুট, ছাগ, মেষ, মহিষ, উষ্ট্র ও অনেক পক্ষী ও পশু হত্যা (জবাই) করিয়া তাহার মাংস ভক্ষণ দ্বারা ক্ষুন্নিবৃত্তি করিতে পারেন। আমাদের সহিত যে কয়েক জন ভদ্র, মান্য, উন্নতিশীল এবং বিজ্ঞ মুসলমানের এতদ্বিষক কথোপকথন হয়, তাহাতে এই গোহত্যা বিষয়ে তাঁহাদিগের অনভিপ্রায় স্পষ্টই ব্যক্ত হইয়াছিল। শিক্ষিত সম্প্রদায়ের চেষ্টা এবং যত্নে অবশ্যই গোহত্যা অনেক পরিমাণে নিবারিত হইয়া দেশে গো-বর্দ্ধন হইতে পারে।

অতুল ঐশ্বর্য্যশালী মান্য জমিদার বংশধরগণ এবিষয়ে মনোযোগ করিলেও গো-জাতির প্রাণ রক্ষা হইয়া দেশের বিস্তর উপকার সাধিত হইতে পারে। নিজ এলাকাস্থ জমিদারি পরিদর্শন কালে প্রজাদিগকে গোহত্যার

অশুভ পরিণাম হৃদয়ঙ্গম করিয়া দিলে এবং যাহাতে গোগণ হত্যাকারীর হস্তে সমর্পিত না হয়, তৎপক্ষে ক্ষণেক চেষ্টা পাইলে নিশ্চয়ই গোহত্যা স্রোত কিঞ্চিৎ হ্রাস হইবে, তদ্বিষয়ে অনুমাত্র সংশয় নাই। প্রজারা নবপ্রসূত গো বৎসগুলিকে সামান্য মূল্যে হত্যাকারী হস্তে সমর্পণ করে, ইহাতে কি রাজস্থানীয় হিন্দু জমিদারগণের পাপ স্পর্শ করে না? গোবংশের সমূল উচ্ছেদে কৃষি কার্য্যের ক্ষতি হইলে জমিদারবর্গের অবশ্যই অহিত হইতে পারে। ধনশালী, বিজ্ঞ ও মান্য জমিদারগণ গোবৎস গুলিকে ক্রয় করিয়া নিজ অধিকার মধ্যে উহাদিগকে পালন করিলে ধন, ধর্ম্ম ও আয়ু বৃদ্ধি হইতে পারে। পক্ষান্তরে গোমূল্য সুলভ হইলে অধীন কৃষকবর্গের যথোচিত উপকার সাধিত হয়। গোধন বহুমূল্যবান পদার্থ। গোপালনে ঐহিক পারত্রিক উভয় বিধ সুখ সম্ভোগ করিতে পারা যায়, এমত রত্নগুলি হত্যাকারীগণ-হস্তে দৈনন্দিন অর্পিত হওয়াতে নিজের এবং দেশের যে কি পরিমাণ ক্ষতি হইতেছে তাহা

বর্ণন করিতে গেলে প্রস্তাব বাহুল্য হয়, এজন্য সংক্ষেপে এতদ্বিষয়ে কিঞ্চিৎ লেখা গেল।

গোবিক্রয় করা মহাপাপ, যে ব্যক্তি গো বিক্রয় করে, সে গোদেহে যে সংখ্যক লোম থাকে, সেই পরিমাণ সহস্র বর্ষ কৃমি কীট হইয়া গোষ্ঠে থাকিবে। (ক) সাধারণ হিন্দুগণের এ বিষয়ে মনোযোগ হইলেই সমস্ত শ্রম সার্থক বোধ করিব। আহা! গোবৎসগণের মৃত্যু কালীন আর্ত্তনাদ সূচক হাম্বারব শ্রবণ করিলে পাষাণ হৃদয়ও বিগলিত, হয়। ধেনুগণের অবিরত ধারে পতিত নেত্র-বারি দর্শনে এমন মূঢ় কে আছে, যাহার হৃদয় শোক, ক্ষোভে পরিপূর্ণ না হয়। আমাদের সানুনয়ে নিবেদন হিন্দুগণ এই মহানিষ্ট কর গোহত্যা নিবারণ কল্পে বদ্ধ পরিকর হউন। হিন্দুমাত্রকেই এই মহাপাপ নিবারণ জন্য সাধ্যানুসারে অর্থ সাহার্য্য করা একান্ত বিধেয়, আর উক্ত

(ক) গবাং বিক্রয় কারীচ গবী লোমানি যানি চ।
তাবৎ বর্ষ সহস্রানি গবাং গোষ্ঠে ক্রিমির্ভবেৎ॥

ইতি যম সংহিতা।

অর্থ হইতে দেশস্থ হত্যা জন্য ক্রীত গোগণের জীবনোদ্ধার করা হউক, এরূপ করিলে গোজাত দ্রব্যাদির মূল্য অবশ্যই হ্রাস হইবে। দুর্ব্বল বঙ্গবাসীও গব্যরসাস্বাদনে বঞ্চিৎ না হইয়া শরীর মন সুস্থ করিতে পারিবেন অবশেষে পরমপিতা জগদীশ্বরের অপার মহিমা চিন্তা করিয়া সুখ সম্ভোগে কালাতি পাত করিতে সক্ষম হইবেন।